গার্ল গাইডিং ও তার পরিচিতি

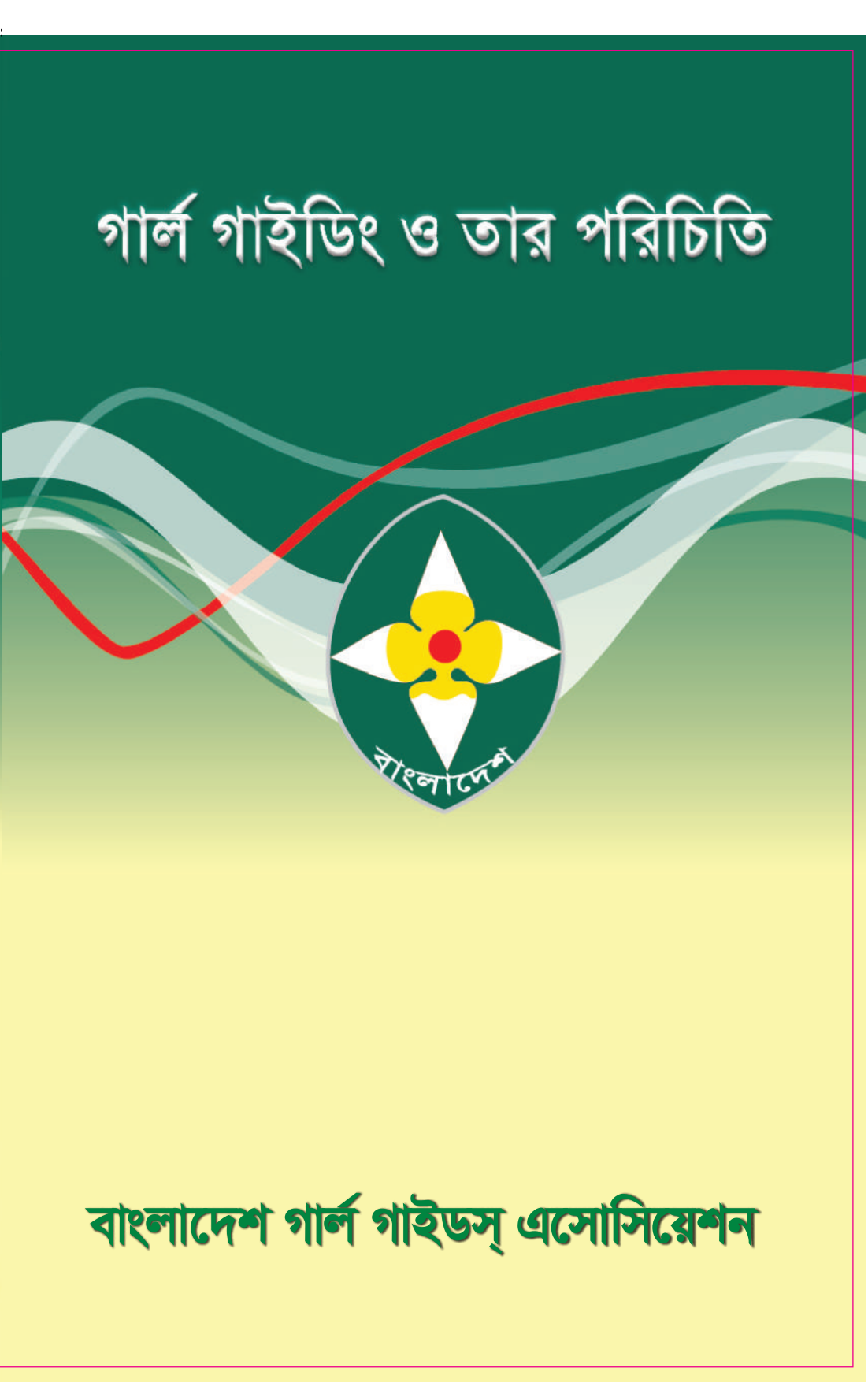

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

গার্ল গাইডিং ও তার পরিচিতি

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন
জাতীয় কার্যালয়, গাইড হাউজ
নিউ বেইলী রোড, ঢাকা - ১০০০
ফোন : ৪৮৩১৫৫০১, ফ্যাক্স ঃ ৪৮৩১৫৫৯২
ই-মেইলঃ bgguidesho@gmail.com
ওয়েব সাইট: www.http://girlguides.portal.govt.bd
Facebook.com/BggaHQ

গার্ল গাইডিং ও তার পরিচিতি

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

স্বত্বঃ **বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন**
গাইড হাউজ
নিউ বেইলী রোড, ঢাকা - ১০০০

প্রথম সংস্করণ:
৬ই কার্তিক, ১৪২২ বাংলা
২০ই নভেম্বর, ২০১৫ ইংরেজী

দ্বিতীয় সংস্করণ:
১৩ই জুন, ২০১৬ ইংরেজী

- *সংকলনে – সাহেদা হোসেন চৌধুরী*
- *সহযোগিতায় – সেলিনা বেগম চৌধুরী*
- *জাহানারা খান*
- *মাহফিয়া পারভীন*

মূল্য: ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা

ডিজাইন:
চাঁদ সুলতানা
প্রিন্টিং
এসপি এন্টারপ্রাইজ
০১৯৭৪-৯৪৩৭৭৯

সূচিপত্র ঃ

১।	গার্ল গাইডস্ আন্দোলন (Girl Guides Movement)	০৬
২।	গার্ল গাইডিং -এর ইতিহাস (History of Girl Guiding)	০৬
৩।	বাংলাদেশ (History of Girl Guiding in Bangladesh)	০৮
৪।	বিশ্ব গার্ল গাইডস্/গার্ল স্কাউটস এসোসিয়েশনের মিশন, ভিশন ও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য (Mission, Vision & Goal of WAGGGS)	০৮
৫।	বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের মিশন, ভিশন ও লক্ষ্য (Mission, Vision & Goal of BGGA)	০৮
৬।	লর্ড বেডেন পাওয়েল (Robert Stephens Smith Baden Powell 1857– 1941)	০৯
৭।	লেডি বেডেন পাওয়েল (Olave Saint Claire Soammes 1889–1977)	০৯
৮।	বিশ্ব চিন্তা দিবস (World Thinking Day)	১০
৯।	গাইডিং এর মূলনীতি (Fundamental Principles of Guiding)	১০
১০।	গার্ল গাইডের মর্মবাণী (Motto)	১৩
১১।	গার্ল গাইডিং এর শাখাসমূহ (Sections of Girl Guiding)	১৩
	(ক) হলদে পাখি (Yellow Bird)	১৩
	(খ) গার্ল গাইডস্/সি-গাইডস্ (Girl Guides/Sea-Guides)	১৪
	(গ) রেঞ্জার/সি-রেঞ্জার (Ranger/Sea Rangers)	১৫
	(ঘ) যুবানেত্রী (Young Leaders)	১৫
	(ঙ) কমিশনার (Commissioner)	১৫
	(চ) ট্রেইনার (Trainer)	১৬
	(ছ) ওয়ারেন্ট গাইডার (Warrant Guider)	১৬
১২।	ইউনিফর্ম (Uniform)	১৬
১৩।	হাতের সালাম/চিহ্ন (Salute)	১৭
১৪।	বাম হাত মিলানো (Left Hand Shake)	১৭
১৫।	একতার চিহ্ন (Symbol of Unity)	১৭
১৬।	গার্ল গাইডস্/গার্ল স্কাউটস মেথড (Girl Guides/Girl Scouts Method)	১৮

১৭। অনুষ্ঠানাদি ঃ (Ceremonials) ২১
১৮। গার্ল গাইড আন্দোলনের ৬টি ক্ষেত্র (Six Areas of Girl Guiding) ২২
১৯। নৈপুণ্যসূচক ব্যাজ (Proficiency Badge) ২৬
২০। গার্ল গাইডিং -এর কর্মসূচি (Girl Guide Program) ২৭
২১। সমাজ সেবা (Social Service) ২৭
২২। প্রকল্প ঃ (Projects) ২৮
২৩। জরুরী পরিস্থিতিতে গার্ল গাইডদের কাজ (Girl Guides During Emergency) ২৯
২৪। গাইডের ৮ দফা কর্মসূচি (8 Point Guide Program) ২৯
২৫। ক্যাম্পিং বা তাঁবুবাস (Camping) ৩০
(ক) ক্যাম্পিং-এর উদ্দেশ্য (Purpose of Camping) ৩০
(খ) ক্যাম্পের শ্রেণী বিভাগ (Types of Camps) ৩১
(গ) ক্যাম্প স্টাফ ও দায়িত্ব (Responsibility of Camp Staff) ৩২
২৬। সংকেত
(ক) পদ চিহ্ন ৩৩
(খ) হাতের ইশারা (Hand Signal) ৩৪
(গ) বাঁশীর সংকেত (Whistle) ৩৫
২৭। গার্ল গাইডিং -এ গেরোর ব্যবহার (Knots) ৩৫
২৮। আন্তর্জাতিক গাইডিং (International Guiding) ৩৬
(ক) ওয়াগস্ ঃ (WAGGGS) খ) বিশ্ব কেন্দ্র ৩৬
২৯। ত্রিপত্র (Trefoil) ৩৭
৩০। পতাকা (Flags) ৩৮
৩১। বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের প্রশাসনিক কাঠামো (Structure of BGGA) ৩৯
৩২। পরিষদ (Council) ৪১
৩৩। তহবিল (Fund) ৪২
৩৪। গাইড কার্যক্রম আপনাকে যেভাবে বিকশিত করবে (How Guiding can Enlighten You) ৪৩
৩৫। গার্ল গাইডিং যে সকল শিক্ষার সুযোগ দেয় (Learning from Guiding) ৪৩
৩৬। গাইডের সদস্য কি করে হয় (How to be a Guide Member) ৪৪
৩৭। স্থানীয়/উপজেলা/জেলা এসোসিয়েশন সদস্য (Member Local/Upozilla, District Association) ৪৪
৩৮। কে গাইড সদস্য হতে পারেন (Who can be a Guide Member) ৪৪

প্রসঙ্গ কথা

বিশ্ব গার্ল গাইডস্ ও গার্ল স্কাউটস সংস্থা ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন অব গার্ল গাইডস্ এন্ড গার্ল স্কাউটস (ওয়াগগস্) এর প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফ্যান্স স্মিথ ব্যাডেন পাওয়েল উপলব্ধি করেন সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেয়েদের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য ছেলেদের স্কাউট দলের পাশাপাশি মেয়েদের জন্য পৃথক সংগঠন প্রয়োজন। এই উপলব্ধি হতে ১৯০৯ সালে তিনি বালিকা, কিশোরী ও তরুণীদের জন্য প্রতিষ্ঠা করলেন স্বতন্ত্র প্লাটফর্ম, সময়ের পরিক্রমায় যার নাম হলো 'গার্ল গাইডস্'। এই প্রতিষ্ঠানের হাল ধরলেন তার সহধর্মিনী লেডি ওলেভ মেইন্ট কেয়ার সোমস। পৃথিবীর ১৪৬টি দেশের অন্যতম এই সংগঠন বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন।

প্রতিটি সংগঠন পরিচালিত হয় সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য ও নিয়মাবলীর উপর ভিত্তি করে। বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনও এর ব্যতিক্রম নয়। ইতোপূর্বে প্রকাশিত 'গাইডিং কি এবং কেন' বাংলাদেশ গার্ল গাইডিং–এর নিয়ম, নীতি ও তথ্য সম্বলিত বইটি সময়ের দাবির প্রেক্ষাপটে কিছুটা পরিমার্জিত ও বর্ধিত কলেবরে 'গার্ল গাইডিং ও তার পরিচিতি' নামে প্রকাশ হতে যাচ্ছে। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে শত বছরের বর্ষীয়ান স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণধর্মী, অলাভজনক এই সংগঠনটিও কিছু পরিবর্তন প্রত্যাশা করে। তারই প্রেক্ষাপটে বইটিকে সংযোজনের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটি সংকলনের পুরোভাগে রয়েছেন সাহেদা হোসেন চৌধুরী, আঞ্চলিক কমিশনার, ঢাকা অঞ্চল। এছাড়াও মাহফিয়া পারভীন, ডেপুটি জাতীয় কমিশনার (প্রশাসন), সেলিনা চৌধুরী সদস্য, জাহানারা খান সদস্য ও জাতীয় কার্যালয়ের ট্রেইনার হোসনেআরা বেগমসহ পাঁচ সদস্যের কমিটি।

জাতীয় কমিশনার সৈয়দা রেহানা ইমাম–এর গতিশীল নেতৃত্ব ও ঐকান্তিক ইচ্ছায় কাজটি ত্বরান্বিত হয়েছে।

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের ট্রেইনার, সকল স্তরের সদস্য, জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের অবদানও অনস্বীকার্য্য।

আমাদের বিশ্বাস বইটি কেবলমাত্র গাইড সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপকৃত হবেনা বরং এর বাইরে পাঠকবর্গ গার্ল গাইডিং সম্পর্কে জানবেন এবং এই কার্যক্রমকে মূল্যায়নের তথ্য অবহিত হবেন।

মেয়েদের কল্যাণে, নারী ক্ষমতায়নের পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক।

ধন্যবাদসহ

সম্পাদনা পরিষদ

১. গার্ল গাইডস্ আন্দোলন (Girl Guides Movement)

গার্ল গাইডিং একটি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী, অরাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক যুব আন্দোলন। শুধুমাত্র নারীদের দ্বারা পরিচালিত প্রাচীনতম এই সংগঠনটি ২০১০ সালে শত বছর অতিক্রম করেছে। বাংলাদেশে গাইডিং কার্যক্রম মূলতঃ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে পরিচালিত হয়। গাইডিং প্রধানত বালিকা, কিশোরী, তরুণী ও যুবানেত্রীদেরকে (৬-৩০ বছর) তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে বয়স ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এছাড়া গাইডিং নারীদের মানসিক গুণাবলীর বিকাশ, চিন্তাশক্তির উৎকর্ষতা সাধন ও সচেতনতা বৃদ্ধির পরিচর্যার মাধ্যমে সুনাগরিক গড়ে তুলতে যত্নবান হয়। গাইডিংকে ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক দ্বারা এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

এই আন্দোলন একই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত অন্যান্য সহযোগী সংস্থার সঙ্গে কাজ করে থাকে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মেয়ে ও নারী এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারে।

২. গার্ল গাইডিং-এর ইতিহাস (History of Girl Guiding)

উনিশ শতকের গোড়ার কথা, সে সময় খোদ ইউরোপেও মেয়েরা বহির্জগতের কোন কাজ করতে পারত না। তখন পুরুষের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষা লাভের সুযোগ বা স্বাধীনতা ছিল সীমিত। সেই সময় সেলাই, ছবি আঁকা, গান/বাজনা বা অন্দরমহলে ছিল তাদের জীবন আবদ্ধ। নতুন শতাব্দীতে মেয়েরা নতুন স্বপ্ন দেখছিল- চেয়েছিল পুরুষের পাশে চলার স্বাধীনতা। ১৯০৬ সাল, এমন সময় লর্ড স্টিফেন্স স্মিথ ব্যাডেন পাওয়েল "বোয়ের" যুদ্ধ শেষে ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন। এই যুদ্ধে তিনি নিজ উদ্যোগ ও "রিসোর্স" এর ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দিতেন। তার এই ধারণা যুব সমাজের জন্য স্বশিক্ষা ও অবসরকালীন বিনোদনের জন্য ব্যবহার করা যায় মনে করে বিভিন্ন পরিবেশের ছেলেদের নিয়ে পরীক্ষামূলক ক্যাম্প করেন। এছাড়া একটি পাক্ষিক ম্যাগাজিনে "স্কাউটিং ফর বয়েজ" লিখতে শুরু করেন। এতে অভূতপূর্ব সাড়া মিলে, ছেলেদের জন্য স্কাউটিং এর জন্ম হয়। ১৯০৮ সালে স্কাউট আন্দোলন সরকারী মর্যাদা পায়। স্কাউটিং এর এই ধারণা মেয়েদেরকেও নাড়া দেয়। ১৯০৯ সালে ৪ সেপ্টেম্বর লন্ডনের "ক্রিস্টাল প্যালেস" এ সর্ব প্রথম "সর্ব ইংল্যান্ড স্কাউট র‍্যালী" অনুষ্ঠিত হয়। দশ হাজার বয়স্কাউটস এতে অংশগ্রহণ করে। ভাইদের কর্মসূচি ও তাদের পোষাক নিয়ে ১১ জন স্বঘোষিত গার্ল স্কাউটস এই র‍্যালীতে যোগদান করতে আসে। তিনি এদের দেখে অবাক হন এবং তাদের ফিরিয়ে দেন। তিনি ভাবেন ছেলেদের জন্য দল থাকবে মেয়েদের জন্য কেন নয়! এই ভাবনা থেকে তিনি সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে মেয়েদের জন্য স্কাউটের ভগিনী সংগঠন "গার্ল স্কাউট" নামে আলাদা সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর বোন এ্যাগনেস ব্যাডেন পাওয়েলকে এর দায়িত্ব দেন। তিনি "স্কাউটিং ফর বয়েজ" বই থেকে লিখলেন "হাউ

গার্লস্ ক্যান হেল্প দ্যা এম্পায়ার"। তিনি গাইডদের একটি কোম্পানী চালু করেন। কোম্পানীর নাম দেন "মিস ব্যাডেন পাওয়েলস ওন" দ্রুত বেসরকারীভাবে গাইড দল গঠিত হতে লাগলো ও প্রধান কার্যালয়ে ছয় হাজার "নিজস্ব স্টাইলের" গাইড রেজিস্টার হলো। লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল এদের নাম দিলেন "গাইড"। এই নামটি তিনি নিয়েছেন ভারতীয় গাইড "Kicm" থেকে যারা নিজেদের সরঞ্জাম উদ্ভাবনে ও সাহসিকতার জন্য বিখ্যাত ছিল। এ্যাগনেস ব্যাডেন পাওয়েল এই দলের সাংগঠনিক রূপ দিবার পর এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে "গার্ল গাইডস্ হেড কোয়াটার" তৈরী করেন। ১৯১০ সালে সরকারিভাবে এই আন্দোলন স্বীকৃত হয়। ১৯১২ সালে তিনি তাঁর বই "হাউ গার্লস বিল্ড আপ দ্যা এম্পায়ার" প্রকাশ করেন। ১৯১৬ সালে সিনিয়র গ্রুপ বা রেঞ্জার দল চালু হয়। ১৯১২ সালে স্যার বেডেন পাওয়েলের সঙ্গে মিস অলেভ সেন্ট ক্লেয়ার সোমস এর বিয়ে হয়। পরবর্তীতে তিনি লেডী ব্যাডেন পাওয়েল নামে গাইডিং কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এছাড়াও জুলিয়েট লো এর সহায়তায় আমেরিকায় (USA) গাইডিং কার্যক্রম শুরু হয়।

১৯১৪ সালে ব্রাউনী বা ছোট মেয়েদের দল গঠিত হয়।

১৯১৬ সালে লেডী ব্যাডেন পাওয়েল গাইডদের চীফ কমিশনার হন। একই বছর আন্তর্জাতিক গার্ল গাইডস্ কমিটি বিকলাঙ্গদের জন্য কর্মসূচি সম্প্রসারিত করে।

১৯১৬ সালে বড় মেয়েদের নিয়ে 'সিনিয়র গার্ল গাইডস্' নামে দল গঠিত হয়। পরে ১৯২০ সালে তার নাম পরিবর্তন করে 'রেঞ্জার' নামকরণ করা হয়।

১৯১৮ সালে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল 'গার্ল গাইডিং' নামক বই প্রকাশ করলেন। এতে ৯-১৭ বছর বয়সের মেয়েদের চাহিদা ও আকাঙ্খাকে গুরুত্ব দিয়ে যুগোপযোগী প্রয়োজনীয় ও বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

১৯১৯ সালে অলেভ ব্যাডেন পাওয়েল বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'আন্তর্জাতিক কাউন্সিল' গঠন করেন।

১৯২০ সালে অক্সফোর্ডে প্রথম আন্তর্জাতিক গাইড সম্মেলন হয়। এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অংশগ্রহণকারীরা এলে, বিশ্ব গাইডিং এর স্বপ্ন পূরণ হয়।

বিশ্ব গাইডিং আরো জোরদার হয় বিশ্ব কেন্দ্র তৈরীর মাধ্যমে। এখানে সকল দেশের গাইড সদস্য একত্রিত হয়ে অবকাশযাপন, বন্ধুত্বস্থাপন ও প্রশিক্ষণ বা সম্মেলনে যোগদান করতে পারে। গাইডিং এর প্রতিটি সদস্য তার দীক্ষার মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক ভগিনী' হবার ধারাবাহিকতা অর্জন করে। প্রত্যেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে তা হলো- গাইডিংকে উজ্জীবিত ও শক্তিশালী করা ও এর মূল লক্ষ্যকে পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে পৌঁছে দেয়া।

৩. বাংলাদেশ (Bangladesh) ঃ

১৯১১ সালে পাক-ভারত উপমহাদেশে গাইডিং শুরু হয় ও ভারতের জব্বলপুরে প্রথম গার্ল গাইড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় ।

১৯২৮ সালে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের স্বাক্ষরে এই অঞ্চলে ব্লু বার্ড, গাইড ও ওয়ারেন্ট গাইডারের স্বীকৃতি মেলে ।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের ৫টি প্রদেশের একটি হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান গার্ল গাইডস্ এর কাজ শুরু হয় ।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে ।

১৯৭৩ সালে সরকারী অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন নতুন ভাবে স্বীকৃতি লাভ করে ।

৪. বিশ্ব গার্ল গাইডস্/গার্ল স্কাউটস এসোসিয়েশনের মিশন, ভিশন ও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য (Mission, Vision & Goal of WAGGGS)ঃ

ভিশন (Vision) - All girls & young women to be valued & to take action to change the world -প্রত্যেক বালিকা, কিশোরী ও তরুণীকে (৬ - ৩০ বছর) মূল্যায়ন ও সমৃদ্ধ করা যেন তারা বৈশ্বিক পরিবর্তনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে ।

মিশন (Mission)- Two enable girls & young women to draw their fullest potentials as responsible citizens of the world - বিশ্ব নাগরিক হিসেবে বালিকা, কিশোরী ও তরুণীদের সুপ্ত প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সাধন যেন তারা দায়িত্বশীল বিশ্ব নাগরিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে ।

লক্ষ্য (Goal)- **এই সংস্থা দুইটি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে ।**

- মেয়েদেরকে আরো সুযোগ করে দেয়া যেন তারা সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার মাধ্যমে সঠিক নেতৃত্ব দান করতে পারে ।
- নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে ।

৫. বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের মিশন, ভিশন ও লক্ষ্য (Mission, Vision & Goal of BGGA) ঃ

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের লক্ষ্য হচ্ছে মেয়েদের চরিত্র গঠন, আনুগত্য ও আত্মনির্ভরশীলতার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ দান, অপরের মঙ্গল চিন্তায় উদ্বুদ্ধকরণ, নিজেদের প্রয়োজনে আসবে এমন কাজে প্রশিক্ষণ দান এবং শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের মধ্যে নাগরিকত্ববোধ ও দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা ।

বাংলাদেশের মেয়েদের শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে উত্তম নাগরিকরূপে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে স্রষ্টার প্রতি ভক্তি, নাগরিক চেতনা ও অপরের মঙ্গলার্থে নিজের স্বার্থ ত্যাগের মনোবৃত্তি জাগিয়ে তোলা। বাংলাদেশে গাইডিং মূলতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তবে সম্প্রতি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় গাইডিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরেও প্রসার লাভ করে বিশ্ব পরিসরে সুনাম ও মর্যাদা লাভ করেছে।

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বিশ্বব্যাপী মেয়েদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনে উৎসাহিত করা এবং যুগের চাহিদা ও বয়স অনুসারে দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে তোলা, গার্ল গাইডস্ ও গার্ল স্কাউটস আন্দোলনের মৌলিক নীতিসমূহ উপলব্ধি ও অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করা।

৬. রবার্ট স্টিফ্যান্স স্মিথ বেডেন পাওয়েল (Robert Stephens Smith Baden Powell 1857 - 1941)

গাইড এবং স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফ্যান্স স্মিথ বেডেন পাওয়েল সংক্ষেপে লর্ড বেডেন পাওয়েল ১৮৫৭ সালে ২২ ফেব্রুয়ারি লন্ডনের প্যাডিংটনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশাগত জীবনে একজন সৈনিক ছিলেন। তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ "স্কাউটিং ফর বয়েজ" ১৯০৭ সালে এই আন্দোলনকে আরো জনপ্রিয় করে তোলে। এতে করে মেয়েরাও উৎসাহিত হয়। লর্ড বেডেন পাওয়েল প্রথমাবস্থায় তাঁর বোন এগনেস বেডেন পাওয়েলের সহযোগিতায় ১৯০৯ সালে গার্ল গাইড আন্দোলনের উন্নতি ও প্রসার ঘটান। ১৯০৯ সালে রাজা এডওয়ার্ড, লর্ড বেডেন পাওয়েলের স্কাউট আন্দোলনকে স্বীকৃতি দান করেন এবং তাকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন থেকে তাঁকে স্যার বেডেন পাওয়েল নামে অভিহিত করা হয়। ১৯১০ সালে প্রথম গাইড কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন হয় এবং একই সালে ১০ এপ্রিল অর্থাৎ ১৯১০ সালের ১০ এপ্রিল গার্ল গাইডের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী হিসেবে সারা বিশ্বে পালন শুরু হয়। এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি ১৯৪১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

৭. লেডি ওলেভ সেইন্ট ক্লেয়ার সোমস (Olave Saint Claire Soammes 1889 - 1977)

অলেভ সেইন্ট কেয়ার সোমস সংক্ষেপে লেডী ওলেভ বেডেন পাওয়েল ১৮৮৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের চেস্টারফিল্ড -এ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১২ সালে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব স্যার লর্ড বেডেন পাওয়েলের সাথে ওলেভ লেডী বেডেন পাওয়েলের বিবাহ সম্পন্ন হয়। স্ত্রী হিসেবে তিনিও শিঘ্রই স্কাউটিং ও গাইডিং এর সাথে জড়িয়ে পড়েন। গার্ল গাইডস্ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই মহিয়সী নারীর অবদান অপরিসীম। গার্ল গাইডস্ আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত করার জন্য তিনি বিশ্ব ভ্রমণ করেন। ১৯৩০ সালে ওলেভ লেডী বেডেন পাওয়েল বিশ্ব চীফ গাইড নির্বাচিত হন। বিশ্ব বরেণ্য এই মহিয়সী নারী ১৯৬০ সালে বাংলাদেশ সফর করেন। তিনি ১৯৭৭ সালের ২৬শে জুন ইহলোক ত্যাগ করেন।

৮. বিশ্ব চিন্তা দিবস (World Thinking Day)

গাইডের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো বিশ্ব গার্ল গাইডস্ গার্ল স্কাউটস সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা লর্ড বেডেন পাওয়েল ও লেডী বেডেন পাওয়েল উভয় এর যুগ্ম জন্ম দিবস ২২শে ফেব্রুয়ারি ।

এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বিশ্ব সংস্থার সদস্য দেশগুলো প্রতি বছর ২২শে ফেব্রুয়ারি "বিশ্ব চিন্তা" দিবস হিসেবে পালন করে ।

বিশ্বের সকল গাইড সদস্য এই দিনে মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব চিন্তা দিবসের নির্ধারিত ফি প্রদান করে থাকে । এই দিনে সমসাময়িক বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয় ও আগামী বছরব্যাপী নানা কর্মকান্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয় । সেই সাথে বিগত বছরের গৃহীত প্রতিপাদ্য অনুযায়ী কাজের বাস্তবায়নের সমন্বয় করা হয় ।

মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (Milliniam Development Goal)-এর প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে চিন্তা দিবসের প্রতিপাদ্যের উপর নির্ধারিত ব্যাজ প্রদান করা হয় । পরবর্তীতে SDG হিসেবে (Sustanable Development Goal) কার্যক্রম পরিচালিত হবে । এর ১৭টি প্রতিপাদ্যের উপর ভিত্তি করে বিশ্ব চিন্তা দিবস প্রতিপাদ্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয় ।

২০১৫ সালের মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এর সমাপ্তির পর ২০১৬ হতে শুরু হয় Sustainable Development Goal.

৯. গাইডিং এর মূলনীতি (Fundamental Principles of Guiding) ঃ

গাইডিং এর প্রতিষ্ঠা লগ্নে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল -এর প্রতিজ্ঞা ও নিয়মাবলী স্থির করেন যা সদস্য দেশগুলো নিজ নিজ দেশের প্রেক্ষাপটে এই প্রতিজ্ঞা ও নিয়মাবলীকে কিছুটা যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে ধরে রেখেছে । সেই প্রতিজ্ঞা ও নিয়মাবলীর উপর ভিত্তি করেই আজও বিশ্বের ১৪৬টি দেশে গাইডিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যা গাইডের মূলনীতি, আদর্শ ও উদ্দীপনা ।

লর্ড বেডেন পাওয়েল প্রণীত মূল প্রতিজ্ঞা ও নিয়মাবলী ঃ	বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের গাইডের প্রতিজ্ঞা ও নিয়মাবলী ঃ
আমি আমার আত্মসম্মানের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে-	আমি আমার আত্মসম্মানের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে-
◢ স্রষ্টা ও রাজার (দেশের) প্রতি আমার কর্তব্য পালন করিব	◢ আমি যথাসাধ্য স্রষ্টা ও দেশের প্রতি আমার কর্তব্য পালন করিব
◢ সকল সময় পরের উপকার করিব	◢ সর্বদা পরের উপকার করিব
◢ গাইডের নিয়মাবলী মানিয়া চলিব	◢ গাইডের নিয়মাবলী মানিয়া চলিব

নিয়মাবলী ঃ

(১) গাইডের আত্মমর্যাদা নির্ভরযোগ্য

(২) গাইড বিশ্বস্ত

(৩) গাইডের কর্তব্য উপযোগী হওয়া ও পরকে সাহায্য করা

(৪) গাইড সকলের বন্ধু ও অপর গাইডের ভগিনী

(৫) গাইড মাত্রই বিনয়ী

(৬) গাইড জীবের বন্ধু

(৭) গাইড বিনা বাক্যে আদেশ মান্য করে

(৮) গাইড বিপদে হাসে ও গান গায়

(৯) গাইড মিতব্যয়ী

(১০) গাইড কথায়, কাজে ও চিন্তায় নির্মল

নিয়মাবলী ঃ

(১) গাইডের আত্মমর্যাদা নির্ভরযোগ্য

(২) গাইড বিশ্বস্ত

(৩) গাইডের কর্তব্য নিজে কার্যোপযোগী হওয়া এবং অপরকে সাহায্য করা

(৪) গাইড সকলের বন্ধু এবং গাইড মাত্রই গাইডের ভগ্নী

(৫) গাইড মাত্রই বিনয়ী

(৬) গাইড জীবের বন্ধু

(৭) গাইড আদেশ পালন করে

(৮) গাইড হাসি-মুখে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করে

(৯) গাইড মিতব্যয়ী

(১০) গাইড কথায়, কাজে ও চিন্তায় সর্বদাই নির্মল

হলদে পাখির প্রতিজ্ঞা

হলদে পাখির প্রতিজ্ঞা শুরু হয় এইভাবে –
আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে,

- আমি যথাসাধ্য স্রষ্টা ও দেশের প্রতি আমার কর্তব্য পালন করবো
- প্রতিদিন অপরকে বিশেষ করে বাড়ির লোককে সাহায্য করবো

রেঞ্জার প্রতিজ্ঞা

রেঞ্জার প্রতিজ্ঞা শুরু হয় এইভাবে –
আমি আমার আত্মসম্মানের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে,

- আমি যথাসাধ্য স্রষ্টা ও দেশের প্রতি আমার কর্তব্য পালন করিব
- সর্বদা পরের উপকার করিব
- গাইডের নিয়মাবলী মানিয়া চলিব এবং
- রেঞ্জার হিসেবে আমার প্রধান দায়িত্ব সেবার মাধ্যমে এই প্রতিজ্ঞাকে বহির্জগতে নিয়ে যাওয়া।

হলদে পাখির নিয়মাবলী

- হলদে পাখি বড়দের মান্য করে।
- হলদে পাখি একমত হয়ে কাজ করে।

রেঞ্জার নিয়মাবলী

(গাইড ও রেঞ্জারদের জন্য)

- গাইডের আত্মমর্যাদা নির্ভরযোগ্য
- গাইড বিশ্বস্ত
- গাইডের কর্তব্য নিজে কার্যোপযোগী হওয়া এবং অপরকে সাহায্য করা
- গাইড সকলের বন্ধু এবং গাইড মাত্রই গাইডের ভগ্নী।
- গাইড মাত্রই বিনয়ী
- গাইড জীবের বন্ধু
- গাইড আদেশ পালন করে
- গাইড হাসি-মুখে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করে
- গাইড মিতব্যয়ী
- গাইড কথায়, কাজে ও চিন্তায় সর্বদাই নির্মল

গাইড সদস্য হতে হলে উল্লেখিত প্রতিজ্ঞা ও নিয়মাবলী মেনে চলতে হয় কারণ, এর সাথে রয়েছে গাইডিং এর মূলনীতি, আদর্শ ও উদ্দীপনা।

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনে শাখা ভিত্তিক প্রতিজ্ঞা ও নিয়মাবলী রয়েছে যার উপর ভিত্তি করে তাদের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই প্রতিজ্ঞা ও নিয়মাবলীর মাধ্যমে দীক্ষিত হয়ে সদস্য বা প্রতিজ্ঞা ব্যাজ দেয়া হয়। এই প্রতিজ্ঞা সকল গাইড, রেঞ্জার, যুবানেত্রী, সদস্য ও কমিশনারদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১০. গার্ল গাইডের মর্মবাণী ঃ

'বিশ্ব নাগরিক হিসেবে বালিকা, কিশোরী ও তরুণীদের সুপ্ত প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ'

মূলমন্ত্র (Motto)

হলদে পাখির মূলমন্ত্র ঃ 'সাহায্য করা'

গাইডের মূলমন্ত্র ঃ 'সদা প্রস্তুত'

রেঞ্জারের মূল মন্ত্র ঃ 'সমাজ সেবা'

যুবানেত্রীর মূলমন্ত্র ঃ 'নেতৃত্ব দান'

১১. গার্ল গাইডিং এর শাখাসমূহ (Sections of Girl Guiding) ঃ

গাইড মেয়েদের শারীরিক মানসিক ক্রমবিকাশের উপর লক্ষ্য রেখে বয়স ভিত্তিক গার্ল গাইড সদস্যদের বিভিন্ন শাখায় ভাগ করা হয়েছে, যেমন –

(১)	হলদে পাখি	– ৬ - ১০ বছর
(২)	গাইড ও সি-গাইড	– ১১ - ১৫ বছর
(৩)	রেঞ্জার ও সি-রেঞ্জার	– ১৬ - ২৬ বছর
(৪)	যুবা নেত্রী	– ২৭ - ৩০ বছর

সম্প্রসারণ গাইডিং (Extension Guiding) ঃ প্রতিটি শাখায় সুবিধা বঞ্চিত, সামাজিক প্রতিবন্ধিদের জন্য গাইডিং কার্যক্রম পরিচালনা।

ক) হলদে পাখি (Yellow Bird)

হলদে পাখিদের প্রশিক্ষণ সাধারণত খেলার মাধ্যমে দেয়া হয় এবং প্রতিজ্ঞা নিয়মাবলী বাস্তবায়নের জন্য বাড়ীর কিছু কিছু কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়। তারা সর্বোচ্চ ২৪ জনের ঝাঁক বা দলে কাজ করে। হলদে পাখির এই দল বা ঝাঁকটি একজন বা দু'জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিজ্ঞপাখি (হলদে পাখি গাইডার) দ্বারা পরিচালিত হয়। ছয়জন হলদে পাখি নিয়ে ষষ্ঠক গঠিত হয়। ষষ্ঠকে একজন নেতা থাকে তাকে 'ষষ্ঠক নেতা বলে'।

প্রত্যেক দলের বিজ্ঞ পাখির কাজ হলো দলের সরঞ্জামাদির দিকে নজর রাখা, সাপ্তাহিক চাঁদা সংগ্রহ ও হাজিরা নিশ্চিত করা।

হলদে পাখিদের পাও আও বৃত্ত (আলোচনা সভা) ঃ

এই সভায় তারা শেখে -

(ক) গণতন্ত্রের চর্চা ।

(খ) পরমত সহিষ্ণুতা অর্থাৎ দলের পক্ষে অন্যের মতেরও প্রাধান্য দেয়া ।

(গ) জীবনে প্রথম দলগতভাবে কাজ করা ।

(ঘ) এই সভার মাধ্যমে ছোট্ট হলদে পাখি তার মত প্রকাশে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে ।

(ঙ) ঝাঁকের পক্ষে কি ভালো হবে সে সম্বন্ধেও অন্যের মত অনুযায়ী কাজ করা ।

(চ) তার নিজের মতামত প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করা ।

খ) গার্ল গাইডস্ ও সি-গাইডস্ (Girl Guides & Sea-Guides)

১১ থেকে ১৫ বছর বয়সের মেয়ে (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বা উন্মুক্ত) গাইড কোম্পানীতে যোগ দিতে পারে। একজন গাইড টেন্ডারফুট কোর্স সম্পন্ন করার পর দীক্ষা প্রাপ্ত হয়ে টেন্ডারফুট ব্যাজ অর্জন করে। এই ব্যাজ তাকে জীবন পথে চলতে শেখায়। তাদেরকে প্রতিদিন একটি ভালো কাজ করতে এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। সি-গাইডস্ সাধারণত গাইড প্রতিজ্ঞা, নিয়মাবলীসহ নৌ-বাহিনীর কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকে।

৪০ জন গাইডকে নিয়ে একটি গাইড কোম্পানী গঠিত হয় এবং এই কোম্পানীকে ৫ থেকে ৬টি পেট্রোলে ভাগ করা হয়। একটি পেট্রোলে ৪ থেকে ৮ জন করে গাইড থাকে। এদের মধ্য থেকে দলের সকলের মনোনীত গাইডকে দলের প্রথম নেতা নির্বাচিত করা হয়। দলের প্রথম নেতা তার পছন্দ মত দ্বিতীয় নেতাকে বেছে নেয়। দলের প্রথম নেতার শোল্ডার ফ্ল্যাপটি লাল রং-এর এবং দ্বিতীয় নেতার শোল্ডার ফ্ল্যাপ-এর মাঝে সাদা দুই পাশে চিকন লাল পাইপিং থাকে। প্রত্যেক দলের নিজস্ব প্রতীক বা চিহ্ন থাকে। পেট্রোলে গাইড যে যে কাজ করে –

১. পেট্রোলে গাইড তার মনোনীত নেত্রীর প্রতি অনুগত থাকে ;

২. গণতন্ত্র চর্চা এবং

৩. স্রষ্টা, দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে।

গ) রেঞ্জার ও সি-রেঞ্জার (Ranger/Sea Rangers)

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে রেঞ্জার দল গঠন করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মুক্ত রেঞ্জার ইউনিট গঠন করা যায়। এদের প্রশিক্ষণে সাধারণত সমাজ সেবার প্রতি জোর দেয়া হয়।

রেঞ্জার ইউনিটে যোগ দেওয়ার পর ইনভেষ্টিচার টেস্ট সম্পন্ন করে পরীক্ষা দিয়ে রেঞ্জার তার ব্যাজ অর্জন করে এবং এই প্রতিজ্ঞাকে বহির্জগতে নিয়ে সমাজ সেবা করতে শেখে। রেঞ্জার দলে যোগ দিয়ে একটি মেয়ে দক্ষতা, নেতৃত্ব ও বুদ্ধিমত্তার উৎকর্ষ সাধন করতে পারে। সি রেঞ্জার হবে তারা যারা গাইড প্রতিজ্ঞা, নিয়মাবলীসহ নৌ-বাহিনীর কার্যক্রম জেনে এই কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।

ঘ) যুবানেত্রী (Young Leaders)

২৭ থেকে ৩০ বছর বয়সের তরুণীরা যে কোন দল পরিচালনা বা কর্মসূচি সম্পাদনে সহায়তা করে থাকে। এদের মূলমন্ত্র 'নেতৃত্ব দান'।

তিন শাখার গাইডার (Guiders of 3 Sections)

বিজ্ঞপাখি {(হলদে পাখি গাইডার)/(গাইড গাইডার)/ ক্যাপ্টেন (রেঞ্জার গাইডার)}

গার্ল গাইডস্ যেহেতু স্কুল, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেহেতু যিনি ঝাঁক, কোম্পানী, ইউনিট বা দল পরিচালনা, সভার আয়োজন এবং তাদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করবেন তিনি হবেন একজন গাইডার।

গাইডার নিযুক্ত হওয়ার জন্য তাকে গার্ল গাইডের উপজেলা, জেলা, আঞ্চলিক বা জাতীয় কার্যালয় হতে গার্ল গাইডিং এর উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঝাঁক, কোম্পানী ও ইউনিট পরিচালনা করতে পারেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরেও যে কোন উৎসাহী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী মুক্তইউনিট বা মুক্তদল পরিচালনা করতে পারেন, তবে তার গাইডিং-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বিশদভাবে জ্ঞানলাভ ও দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন।

ঙ) কমিশনার (Commissioner)

একজন কমিশনার একটি এলাকায় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। গাইড ইতিহাসে "কমিশনার" এর যাত্রা শুরু হয় গাইড আন্দোলনের বিভিন্ন সময়ের চাহিদা হতে। প্রতিষ্ঠাতা ব্যাডেন পাওয়েল প্রথমে স্কাউট/গাইড দল প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর গঠিত হয় পেট্রোল ও পরে সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকলে বয়োজ্যেষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজন মেটাতে 'কমিশনার' পদের আবির্ভাব হয়। কমিশনার হলেন বয়োজ্যেষ্ঠদের নেতা বা Leader of adults.

যোগ্যতা ঃ নারীরাই শুধু এই এসোসিয়েশনের কমিশনার হতে পারেন। সবার আস্থা আছে এমন নারী কমিশনার হবেন। তাকে বাংলাদেশী নাগরিক এবং সমাজ সেবায় উৎসাহী ও গাইড নীতিমালায় বিশ্বাসী হতে হবে। যিনি গাইড -এর কার্যক্রমে সময় দিতে, নেতৃত্ব দিতে এবং গাইড নীতিতে অপরকেও উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন সেই সব আগ্রহী নারীরাই কমিশনার হবেন। মূলতঃ কমিশনার আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবেন।

চ) ট্রেইনার (Trainer)

গার্ল গাইডিং এর ভাষায় প্রশিক্ষণ বলতে শুধু বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রশিক্ষণকে বুঝায়। বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন-এর জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে এক বছর বা নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর ট্রেইনার পদে নিযুক্ত হয়। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর তিনি সকল শাখার গাইডার, সদস্য ও কমিশনারদের প্রশিক্ষণ দিবেন এবং গাইড আন্দোলনকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে এসোসিয়েশনকে সাহায্য করবেন। তিনি সরাসরি গাইড মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিবেন না তবে পরীক্ষা গ্রহণ করবেন এবং দীক্ষা দিবেন।

ছ) ওয়ারেন্ট গাইডার (Warrant Guider)

ওয়ারেন্ট গাইডার গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের একটি বিশেষ ধাপ। ওয়ারেন্ট গাইডার এর মাধ্যমে এসোসিয়েশন যোগ্য ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিজ উপজেলা/গাইড জেলার শাখা অনুসারে পরীক্ষা গ্রহণ ও দীক্ষা দানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ওয়ারেন্ট গাইডার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ঐ উপজেলা/জেলার হলদে পাখি, গাইড, রেঞ্জারদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও মান উন্নয়নে ট্রেইনারের সহযোগী বন্ধু হিসেবে কাজ করে থাকেন।

১২. ইউনিফর্ম (Uniform)

পোষাক একজন ব্যক্তির স্বতন্ত্র পরিচয় দান করে। পোষাক মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক। পোষাক একটি জাতি, গোষ্ঠির, প্রতিষ্ঠান/সংগঠনেরও পরিচায়ক। পোষাক দ্বারা ব্যক্তির আত্মমর্যাদা ও কাজের গুরুত্ব বোঝা যায়। আমরা বিশ্বাস করি গাইড পোষাক আদর্শ ও সততাকে দৃঢ় করে। বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন -এ সকল শাখার মেয়েদের ও নারীদের জন্য নিম্নরূপ নির্দিষ্ট পোশাক রয়েছে।

হলদে পাখির পোষাক

গাইডের পোষাক

রেঞ্জারের পোষাক

গাইডার/কমিশনারের পোষাক

১৩. হাতের সালাম/চিহ্ন (Salute) ঃ

বিশ্ব জুড়ে সকল গাইড সদস্য একই নিয়মে একে অপরকে সালাম জানিয়ে অভিবাদন জানায়। এই সালাম দীক্ষাপ্রাপ্ত সদস্য পূর্ণ ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় 'ফুল স্যালুট' দিবে। ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় না থাকলে তখন 'হাফ স্যালুট' করবে।

স্যালুট এর নিয়ম ঃ

ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে কনে আঙ্গুলকে চেপে ধরবে। তারপর মাঝের তিন আঙ্গুল সোজা করে হাতের তালু সামনের দিকে রেখে হাত ভ্রুর পাশে উঠবে। তর্জনী ভ্রু ছুঁবে। এটা ফুল স্যালুট। একই নিয়মে হাত কাঁধ বরাবর তুলবে। তা হাফ স্যালুট হবে। দীক্ষা গ্রহণের সময় ও ইউনিফর্ম ছাড়া অবস্থায় হাফ স্যালুট হবে। ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় ফুল স্যালুট হবে।

১৪. বাম হাত মিলানো (Left Handshake) ঃ

একজন গাইড অন্য গাইড সদস্যকে অভিবাদন জানাতে বাম হাতে হাত মিলায় ও ডান হাতে সালাম বা তিন আঙ্গুলের গাইড চিহ্ন দেয়। এই অভিবাদনের রীতি বিশ্ব জুড়ে গাইড আন্দোলনের সর্বত্র গৃহিত ও স্বীকৃত রয়েছে। সাধারণত বাম হাতে হাত মিলানো দিয়ে আন্তরিকতা ও হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের সুদৃঢ় সম্পর্ক বোঝায়।

১৫. একতার চিহ্ন (Symbol of Unity) ঃ

ওয়্যাগস্ এর সকল সদস্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিজ্ঞা ও নিয়মাবলীর মাধ্যমে একটি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে। প্রতিজ্ঞা ও নিয়মাবলী গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতি ও ধর্ম ভেদে ভিন্ন শব্দ ব্যবহার হয়। এ ছাড়া বিশ্ব জুড়ে গাইড ভগিনী পরিবারের একতার চিহ্ন স্বরূপ কতগুলো চিহ্ন একইভাবে প্রচলিত আছে।

* **ত্রিপত্র (Trefoil)** - প্রতিজ্ঞার ৩টি অংশকে ত্রিপত্র বুঝায়। প্রতিটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান তার গাইড ব্যাজে এই ত্রিপত্র (৩ পাতা) ব্যবহার করে।

* **পরের উপকার (Good Turn)** - বিশ্বজুড়ে গাইড সদস্যগণ সমাজে যে অবদান রাখে এটা তার প্রতীক। ছোট মেয়েরা চিন্তা করে প্রতিদিন সে সেবা দান করবে। যুবা ও অন্য সদস্যগণ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই ধারণার বাস্তব রূপদান করে।

* **লক্ষ্য (Motto)** - গাইডের মূলমন্ত্র হলো সদা প্রস্তুত। প্রতিষ্ঠাতা Baden Powel (BP) এর নামের অদ্যাক্ষের গাইড আন্দোলনের লক্ষ্য Be Prepared বা সদা প্রস্তুত। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, গাইডিং বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে বালিকা, কিশোরী ও তরুণীকে ভবিষৎ এর জন্য প্রস্তুত করে।

* **গাইড চিহ্ন ও হাত মিলানো (Guide Sign & Handshake)-** বিশ্বজুড়ে গাইড বোনেরা একে অপরকে অভিবাদন জানাতে ডান হাতে সালাম ও বা হাতে হাত মিলায়।

* **বিশ্ব ব্যাজ (World Badge) -** বিশ্ব জুড়ে সকল দীক্ষা প্রাপ্ত গার্ল গাইডস্ বা গার্ল স্কাউটের সদস্য এই ব্যাজ পরতে পারে। এই ব্যাজ তাকে প্রতিষ্ঠানের সদস্য বলে পরিচিত করে। এই ব্যাজ ডান দিকে সব ব্যাজের উপরে পরতে হয়।

* **বিশ্ব পতাকা (World Flag) -** বিশ্বের সকল গার্ল গাইড ও গার্ল স্কাউট একই পতাকা ব্যবহার করে। গাইডের যে কোন অনুষ্ঠানে এই পতাকা ব্যবহার করা হয়।

* **বিশ্ব সংগীত (World Song) -** 'জীমস্ সাইড লাইনস' এর সুরে বিশ্বজুড়ে গাইড সদস্যগণ গাইডের বিশ্ব সংগীত গায়। গাইডের যে কোন অনুষ্ঠানে এই গান গাওয়া হয়। এটি ইংরেজী, ফরাসী ও স্প্যানিশ ভাষায় গাওয়া যায়।

* **শ্লোগান (Slogan)** 'পৃথিবীকে যেমন পেয়েছ তার থেকে একটু ভাল রেখে যাওয়ার চেষ্টা কর'। বিশ্ব জুড়ে গাইড সদস্যগণ লর্ড বেডেন পাওয়েলের এই উক্তিটি পালনে সচেষ্ট থাকে।

* **বিশ্ব চিন্তা দিবস (World Thinking Day)** ২২ ফেব্রুয়ারি বিশ্বজুড়ে লর্ড ও লেডী ব্যাডেন পাওয়েলের যুগ্ম জন্ম দিবস পালন করে।

* **গাইড নিয়মাবলী (Guide Laws)** বিশ্ব জুড়ে সকল দেশের গাইড নিয়মাবলী লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রচিত।

১৬. গার্ল গাইডস্/গার্ল স্কাউটস মেথড (Girl Guide/Girl Scout Method)ঃ

গার্ল গাইডস্/গার্ল স্কাউটস মেথড বা পদ্ধতি হলো কতগুলো নীতি বা নিয়ম যা দ্বারা বিশ্বের সকল গাইড কোম্পানী/ইউনিট পরিচালিত হয়। এই নীতি বা পদ্ধতিগুলো (মেথড) গাইডের অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমকে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হতে পৃথক করে। এগুলো গাইডিংকে পরিচিতি দেয় ও অন্য সকল সংস্থা থেকে পৃথক করে।

এই নীতিগুলো ঃ-

■ **প্রতিজ্ঞা ও নিয়মের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি (Commitment Through Promise & Law)**

সদস্য হবার সময় প্রতিটি গাইড সারাজীবনের জন্য প্রতিজ্ঞা ও নিয়মাবলী পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। তাই সংস্থার প্রতিটি সদস্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করে, কারণ এই প্রতিজ্ঞা ও নিয়মাবলী নির্দেশনা দেয় গাইডরা কিভাবে পরস্পরের প্রতি আচরণ করবে ও আন্দোলনের মূলনীতির আদর্শে নিজ জীবন পরিচালনা করবে এই লক্ষ্যে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল চারটি মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করেন যার মাধ্যমে গাইডরা তাদের জীবন পথে চলা শুরু করবে। একে গাইডিং এর চার স্তম্ভও বলা হয়। এই গুলি হলো -

ক। বুদ্ধি **খ। হাতের কাজ** **গ। স্বাস্থ্য** **ঘ। সেবা**

বাংলাদেশের টেন্ডারফুট ব্যাজের ৪টি কোণ সাদা রং এর, তা দিয়ে গাইডের এই ৪টি মূলনীতি বোঝায়।

বেডেন পাওয়েল নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে এই আন্দোলন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক, নৈতিক, শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বুদ্ধিগত ও আবেগজনিত সকল বিষয়ে উন্নতি সাধন করবে।

■ ক্রমন্বয়শীল স্ব-উন্নয়ন (Progressive Self Development)

গার্ল গাইডিং সদস্যদের নিজ গতিতে চলে তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ করে দেয়। নিজের মতামত দিতে শেখা, দায়িত্বশীল হওয়া ও বিভিন্ন স্তরে স্বশিক্ষা এসবই গাইডের ব্যক্তিগত উন্নয়নের অংশ। এই আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিটি গাইড একটি ক্রমন্বয়শীল স্ব-উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে। গাইডিং মেয়েদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত রাখে। আন্দোলনের শিক্ষা পদ্ধতি অনুশীলন করে মেয়েরা নিজকে আবিষ্কারের বিভিন্ন পথ নির্দেশনা পায়। নির্ধারিত সিলেবাস ও নৈপূণ্যসূচক ব্যাজ থেকে পছন্দমত বিষয় বেছে নিয়ে সে নিজ গতিতে অগ্রসর হয় পরবর্তী স্তরের দিকে। এইভাবে স্বপ্রণোদিত হয়ে বেছে নিবার অধিকার প্রয়োগ করে সে যেমন এককভাবে অগ্রসর হয় আবার কাজটি দলের সাথে নিজের কল্পনা, সৃজনশীলতা ও চেষ্টা নিয়ে মিলেমিশে চলতে শিখে।

■ কাজ করে শেখা (Learning by Doing)

"কাজ করে শেখা" - গাইডিং এর এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সদস্য হিসেবে প্রতিটি গাইডকে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মাধ্যমে সর্বাত্মক উৎসাহ প্রদান করা হয় যা তার দলের সাফল্যের জন্য অতি জরুরী। এভাবে গাইড বিভিন্ন কর্মকান্ডে থেকে দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

■ পরোপকার (Good Turn)

হলদে পাখির ভালো কাজ, গাইড ও রেঞ্জারের সেবামূলক প্রকল্প সবই তাদের প্রতিজ্ঞা ও নিয়মের ব্যবহারিক রূপ। গাইডিং মেয়েদের শ্রেণীকক্ষে আবদ্ধ না রেখে বরং বহির্জগতে যেয়ে ভবিষ্যৎ এর জন্য ইতিবাচক অবদান রাখতে উৎসাহিত করে। সমাজ সেবা ছাড়াও বিশ্বজুড়ে গাইডরা সুন্দর পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে। ফলে তারা প্রকল্প ও নীতি নির্ধারণকারীদেরকে নীতি, আইন ও আচরণ বদলাতে প্রভাবিত করতে পারে। এছাড়াও তারা 'উদ্বেগের কারণ হয়ে' উঠা ইস্যুগুলো নিয়ে সচেতনতা তৈরি করে যাতে নীতি নির্ধারকেরা নীতি, আইন ও আচরণ বদলাতে প্রভাবিত হয়।

■ পেট্রোল সিস্টেমের মাধ্যমে দলগত কাজ (Team Work through the Patrol System)

গাইডিং লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের প্রতিষ্ঠিত পেট্রোল সিস্টেমের মাধ্যমে দলগত কাজকে উৎসাহিত করে। পেট্রোল সিস্টেমকে তিনি এভাবে বর্ণনা করেন ৬ - ৮ জনের একটি ছোট দল যেখানে একজন দলনেতা হবে ও অন্য প্রত্যেকের অপরিহার্য ভূমিকা থাকবে।

'পেট্রোল সিস্টেম'-একটি ইউনিটের প্রত্যেক সদস্যকে বিভিন্ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেখানে তারা দলগতভাবে কাজ করবে। এতে তারা পরস্পরের সাথে আরো পরিচিত ও সহজ হবে। মেয়েরা একটি পেট্রোলের বা দলের অংশ হতে শিখে। পেট্রোলে থেকে একটি মেয়ে তার ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করে পেট্রোল লিডার হয়ে দলের দায়িত্ব নেবার সুযোগ পাবে। পেট্রোল পদ্ধতি বন্ধুত্বের, নিজ প্রতিভা বিকাশের এবং যৌথ ও একক দায়িত্ব গ্রহণে গাইডকে উৎসাহিত করে।

পেট্রোলেই প্রাথমিকভাবে গণতন্ত্র অনুশীলন করা হয়। তরুণ মনে সহযোগিতার ভাব গড়ে ওঠে, নেতৃত্বের দক্ষতা বাড়ায় -এভাবে বিশ্ব সমাজে ক্রমাগত এর অনুশীলন চলতে থাকে।

■ সমাজ সেবা (Service in the Community) ঃ

গাইডিং এর মাধ্যমে সদস্যরা নিজ সমাজের সেবায় সম্পৃক্ত হতে পারে। আন্দোলনের মিশন হলো বিশ্ব সমাজে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে বালিকা, কিশোরী, তরুণীর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো। পেট্রোল সিস্টেমের মাধ্যমে ও এককভাবে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নিজে করে শেখা এই নীতির ভিত্তি প্রয়োগ করে গাইডরা তাদের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজে সেবা দান করে।

■ বহিরাঙ্গন হতে আনন্দ লাভ (Outdoor Activities) ঃ

গার্ল গাইডস্ গার্ল স্কাউটস মেথড বা পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ক্যাম্পিং বা শিবির বাস। এর মাধ্যমে মেয়েদের প্রকৃতির সাথে যোগাযোগ ঘটে। ঘরের বাইরে প্রকৃতির মাঝে বাস করে গাইডদের মনোবল দৃঢ় হয় ও তারা স্ব-নির্ভর হয়। এখানে এসে গাইডরা প্রকৃতিকে আবিষ্কার করে। বর্তমানে আমাদের প্রকৃতি বিপন্ন এমন অবস্থায় প্রকৃতিকে চেনা ও তাকে ভালোবাসা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া হাইকিং, মানচিত্র বোঝা, পর্বতারোহণ ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত।

■ কম বয়সী ও বয়োজ্যেষ্ঠ নারীর মাঝে সক্রিয় সহযোগিতা (Active Co-operation between Young People and Adults) ঃ

গার্ল গাইডিং একটি যুব আন্দোলন যা গাইডদের আত্মউন্নয়ন ও দলগত কাজকে উৎসাহিত করে।

গাইড জ্যেষ্ঠ সদস্য দলের ছোট মেয়েদের পথ প্রদর্শক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে এবং বড় মেয়েদের উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা পালন করে। গাইডের সদস্য অর্থ আজীবন এর সদস্য থাকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। এই আন্দোলনে মেয়েরা ও বয়োজ্যেষ্ঠরা পাশাপাশি চলে। এই পথ চলায় তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় বন্ধুত্ব, কেটে যায় বয়সের তারতম্য বা ভীতি। ফলে তারা হয়ে ওঠে আত্মনিবেদিত। পৌঁছাতে পারে নিজ গন্তব্যে।

গার্ল গাইডিং একটি যুব আন্দোলন যা গাইডদের আত্মউন্নয়ন ও দলগত কাজকে উৎসাহিত করে তবু বয়োজ্যেষ্ঠদের পথ নির্দেশনা বা পরিচালনার ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবচাইতে ছোট সদস্যের জন্য বয়োজ্যেষ্ঠদের অন্তর্ভুক্তি মানে হলো গাইডদের তত্ত্বাবধান করা আর বড় মেয়েদের জন্য উপদেষ্টা স্বরূপ থাকা। অনেকের জন্য গাইডিং হলো আজীবন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। গাইডিং এ অর্জিত নেতৃত্বের দক্ষতা ব্যবহার করে তারা অন্যদেরকেও এই পথে চলতে সাহায্য করে। তাই দেখা যায় এই আন্দোলনে কম বয়সী ও বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যরা পাশাপাশি চলে ও একটি সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাদের মাঝে বয়সের পার্থক্যের ভীতিটা কাটিয়ে ওঠে। লিডার হলো সংস্থার মেরুদন্ড। লিডার সহানুভূতির সাথে গাইডকে দেখে - কি, কেমন করে করতে হবে তা বলে দেয় না বরং তাকে তার প্রতিভা বিকাশের জন্য পাশে থেকে যত্ন সহকারে সাহায্য করে। গাইড ও তার লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য লিডারকে একজন আদর্শ হিসেবে দেখে।

■ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা (International Experience)

গার্ল গাইড সদস্যরা আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগদান করে। এভাবে নতুন বন্ধু পায়, নতুন দেশ দেখার সুযোগ পায়। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশের গাইড বোনদের সাথে ভাবের আদান প্রদান করার সুযোগ পায়। এই অভিজ্ঞতা তার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। তাকে আরও অভিজ্ঞ ও যুগোপযোগী করে তোলে।

গাইড সদস্য হিসেবে চারটি 'বিশ্ব কেন্দ্রে' পরামর্শমূলক সেমিনারে যোগদান ও পরবর্তীতে ওয়াগস্ প্রতিনিধি হয়ে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এর জন্য জাতিসংঘ সম্মেলনে যোগদান করা যায়। ওয়াগস্ এর পরামর্শমূলক প্রচারণায় কমিউনিটি ভলান্টিয়ার ও জাতিসংঘ প্রতিনিধি হয়ে ভলান্টিয়ার হওয়া যায় এছাড়া সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এর বিভিন্ন প্রকল্প যেমন "ইয়ং ওমেনস্ ওয়ার্ল্ড ফোরাম" অথবা ওয়্যাগস্ প্রোগ্রামে "ইয়ং ভয়েস" হওয়া যায় যেখানে মেয়ে বা যুবাদের জন্য জরুরী ইস্যু নিয়ে কথা বলার সুযোগ রয়েছে।

■ চিহ্ন (Symbol) ঃ

গাইডিং এ এমন কিছু চিহ্ন আছে যার প্রত্যেকটি গাইডকে শনাক্ত ও প্রতিনিধিত্ব করে। এতে আছে পোশাক, গান, শ্লোগান ও নানা নিয়ম কানুন। এগুলো গাইডিংকে পরিচিতি দেয় ও অন্য সকল সংস্থা থেকে পৃথক করে। এই সকল চিহ্ন ব্যবহার করা গাইড মেথড/ পদ্ধতির অংশ।

১৭. অনুষ্ঠানাদি ঃ (Ceremonials) ঃ

উৎসব মানব জীবনে একটি মূল্যবান ভূমিকা রাখে। রীতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি সমাজের বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানের মাঝে প্রকাশ পায়।

অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করা যায় ও মনে প্রশান্তি আসে। সংস্কৃতি, চিন্তাভাবনা, সৃজনশীলতার আদান প্রদান ঘটে। তাছাড়া অনুষ্ঠান পরিবেশনকারী তার সৃজনশীলতা ও দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ পায়। এভাবে সে বহির্জগতেও পরিচিতি লাভ করে।

গাইডের অনুষ্ঠানাদি (Guide Ceremonials) ঃ

গাইডরা বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠানাদি পালন করে থাকে। যে অনুষ্ঠানের কৌশল পরিবর্তন করা যায় না তাকে "সেট সেরেমনিয়ালস" বলে। বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের বিভিন্ন শাখার জন্য অনুষ্ঠানাদি অনেক রয়েছে যেমন -

হলদে পাখি	গার্ল গাইডস্	রেঞ্জার
◗ পাও আও রিং	◗ পতাকা উত্তোলন	◗ পতাকা উত্তোলন
◗ দীক্ষা দান	◗ পেট্রোল ড্রীল	◗ ইনভেস্টিচার
◗ ফ্লক হলিডে	◗ দীক্ষা দান	◗ তাঁবু জলসা ইত্যাদি
◗ র‍্যাভেল	◗ গার্ড অব অনার	
◗ ফ্লাইং আপ ইত্যাদি	◗ তাঁবু জলসা ইত্যাদি	

দীক্ষা দান অনুষ্ঠান পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে/ছাড়াও করা যায়। এই সময় মেয়েরা ইউনিফর্ম পরবে আর তা না থাকলে শুধুমাত্র টাই পরে দীক্ষা নিতে পারবে।

১৮. গার্ল গাইড আন্দোলনের ৬টি ক্ষেত্র (Six Areas of Girl Guiding)

বিশ্ব গার্ল গাইড ও গার্ল স্কাউট সংস্থা (ওয়্যাগস্) সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাদের সকল কার্যক্রমকে ৬টি ক্ষেত্রে ভাগ করেছে। এতে গাইড আন্দোলনের মূল লক্ষ্যে পৌঁছানো ও গুণগত গাইডিং এর মান নিরুপণ করা যায়। গাইডিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির মাপকাঠি হলো এই ৬টি ক্ষেত্র যা পর্যালোচনা করলে এসোসিয়েশনের সম্পূর্ণ চিত্রটি ফুটে উঠবে। তাই সকল কার্যক্রমের প্রতিবেদনগুলো সবসময় এই ৬টি ক্ষেত্র ভিত্তিক হতে হবে।

■ শিক্ষাশ্রয়ী কার্যক্রম/Girls Education Program

গাইড আন্দোলনের কার্যক্রম বালিকা, কিশোরী ও তরুণীদের ঘিরে। এর মূল উদ্দেশ্য বা মিশন হলো বিভিন্ন প্রকার অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। তাই তাদের জন্য বয়স ও সময়োপযোগী কর্মসূচির মাধ্যমে ধাপে ধাপে উৎকর্ষের চূড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যেই মেয়েদের জন্য এই শিক্ষাশ্রয়ী কর্মসূচি।

গাইডিং এ মেয়েরা যা কিছু শিখবে তা সবই শিক্ষাশ্রয়ী কার্যক্রমের আওতায় আসবে। বাংলাদেশে ৬ বছরের শিশু থেকে শুরু করে ৩০ বছরের নারী পর্যন্ত চারটি ধাপে এই শিক্ষাশ্রয়ী কর্মসূচিতে বিস্তৃত। এর মাধ্যমে মেয়েদেরকে ঘরে বাইরে সর্বক্ষেত্রে উপযোগী

করে গড়ে তোলা হয়। পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি মজার মজার গান ও খেলার মাধ্যমে আনন্দ প্রদান করে মেয়েরা নিজেদেরকে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। তাদের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ক মানবিক গুণগুলো বিকশিত হয়: যেমন নেতৃত্ব বিকাশ, সেবা প্রদান ইত্যাদি। তাই এই ক্ষেত্রের নাম শিক্ষাশ্রয়ী কার্যক্রম বা **Girls Education Program.**

■ প্রশিক্ষণ/Training

প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য বয়স্কদের দরকার, কারণ তারাই এর চালিকা শক্তি। গাইডিং এর বিশেষ বিশেষ কৌশলগুলো রপ্ত করে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লিডাররাই গাইডিং এর প্রশাসন ও কর্মসূচিতে পরিচালনা ও বাস্তবায়ন, মেয়েদের শিক্ষাশ্রয়ী কার্যক্রম ও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য মিশন পূরণে সহায়ক হবে। তাই বয়স্কদের সকল শিক্ষা "প্রশিক্ষণের" আওতায় আসে।

প্রশিক্ষণ ৩ প্রকার ঃ

ক) মেয়েদেরকে পরিচালনা করার জন্য মেয়েদের লিডারের প্রশিক্ষণ। এখানে মেয়েদের বিভিন্ন শাখার চালিকা শক্তি হিসেবে মহিলাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যেমন - বিজ্ঞ পাখি, গাইড গাইডার, রেঞ্জার গাইডার, সদস্য ও কমিশনার ইত্যাদি।

খ) গঠন ও কাঠামো পরিচালক ও লিডারের লিডার ঃ এখানে ২টি প্রশিক্ষণ আছে

(১) স্থানীয় সদস্য প্রশিক্ষণ ঃ এই পর্যায়ে স্থানীয় ও বিভিন্ন পর্যায়ে কমিটি, উপ-কমিটিতে কর্মরত সদস্যদের প্রশিক্ষণ বুঝায়।

(২) কমিশনার (লিডারদের লিডার) প্রশিক্ষণ ঃ বিজ্ঞ পাখি, গাইড গাইডার ও রেঞ্জার গাইডার এর লিডার অর্থাৎ কমিশনার এর প্রশিক্ষণকে বুঝায়।

গ) প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ ঃ (TOT)

বিশ্ব সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী উপরোক্ত দুই প্রকার প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষক প্রয়োজন অর্থাৎ ট্রেইনারগণ যারা বয়স্কদের প্রশিক্ষণ দিবে। তাদের প্রশিক্ষণের জন্যও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এভাবে গাইডিং এ বয়স্কদের সকল শিক্ষা "প্রশিক্ষণ" ক্ষেত্রের আওতায় আসবে।

■ সদস্যতা/Membership

সদস্য ছাড়া এসোসিয়েশন অচল। গাইড এসোসিয়েশন নারী সদস্যের জন্য নারী সদস্য দ্বারা পরিচালিত হয়। এখানে ৬ বছরের শিশু কন্যা থেকে শুরু হয়ে শেষ বয়স পর্যন্ত নারী সদস্যকে বুঝায়। শিক্ষাশ্রয়ী কর্মসূচিতে ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়। গাইড স্লোগান হলো "একবার গাইড আজীবন গাইড" অর্থাৎ একবার দীক্ষা গ্রহণ করে সদস্য হলে কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে থাকতে পারুক বা না পারুক সে আজীবন গাইড। সদস্যতার ২টা জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

ক) সংখ্যা - (❑) রিক্রুটমেন্ট (❑❑) রিটেনশন/ধরে রাখা।

প্রতি বছর পুরনো সদস্যদের সঙ্গে নতুন সদস্য যুক্ত হয়। ঝাঁক, কোম্পানী, ইউনিট ও বিভিন্ন পর্যায়ে বালিকা, কিশোরী, যুবা ও বয়স্কদের রেজিস্ট্রেশন নবায়নের মাধ্যমে সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।

রিটেনশন ঃ বিভিন্ন কর্মসূচিতে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সদস্যদের সম্পৃক্ত ও সক্রিয় রাখা।

খ) গুণগত মান ঃ সদস্যদের গুণগত মান প্রতিফলিত হয় তাদের কর্মসূচির মাধ্যমে। ওয়াগস্ নির্ধারিত আন্তর্জাতিক অথবা জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচিতে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সদস্যদের গুণগত মান নির্ণয় করা হয়।

■ গঠন ও কাঠামো ব্যবস্থাপনা/Structure and Management

গাইড এসোসিয়েশনের সকল কর্ম পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন স্তরে প্রশাসনিক কাঠামো রয়েছে। আরো রয়েছে বাস্তবমুখী নীতি, গঠনতন্ত্র ও চাকুরী বিধি। এখানে কর্মক্ষেত্র দুই প্রকার (ক) বেতনভূক্ত (খ) সেবামূলক। একটি গাইড পেট্রোল হতে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে পরিচালনা কমিটি রয়েছে।

ক) প্রথমতঃ মেয়েদের পরিচালনা করার জন্য দলের সুনির্দিষ্ট কমিটি গঠন ও কাঠামো ব্যবস্থাপনা রয়েছে। যেমন- হলদে পাখির ঝাঁক, গার্ল গাইডের কোম্পানী, রেঞ্জার ইউনিট, রেঞ্জার কাউন্সিল ও যুবানেত্রীর গ্রুপ।

খ) মেয়েদের উপরে রয়েছে তাদের বয়স্ক লিডার বিজ্ঞ পাখি, গাইড গাইডার ও রেঞ্জার গাইডার যার মাধ্যমে মেয়েরা নির্দিষ্ট উপায়ে নিজেদেরকে পরিচালনা করার সুযোগ পায়।

গ) উপজেলা/স্থানীয় এসোসিয়েশন এর সদস্যগণ এর নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ সদস্য নিয়ে থানা/উপজেলা পরিষদ।

ঘ) জেলা এসোসিয়েশন- এর নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ সদস্যদের নিয়ে জেলা পরিষদ

ঙ) আঞ্চলিক এসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ সদস্যদের নিয়ে-আঞ্চলিক পরিষদ

চ) জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও দেশ জুড়ে সকল রেজিস্টার্ড সদস্যকে নিয়ে জাতীয় পরিষদ। প্রতি ৩ বছর অন্তর থানা/(উপজেলা) জেলা/অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। অন্তর্বর্তীকালীন ৩ বছর সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী এসোসিয়েশনের সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করে এই নির্বাচিত কমিটি। এসোসিয়েশনের গঠন ও বিধি অনুযায়ী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি সভা করে তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মসূচিতে নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করে।

■ অর্থায়ন/Finance

অর্থের প্রয়োগ ছাড়া বিশ্ব অচল। যে কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম বা অর্থনৈতিক লেনদেন করার জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। এইরূপ অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবহার এবং কার্য সম্পাদনের জন্য সুষ্ঠ পরিকল্পনা, বিজ্ঞানসম্মত নীতি, কাঠামো, সূত্র, পদ্ধতি ও কলাকৌশলের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনও তার ব্যতিক্রম নয়। এসোসিয়েশনের সুনির্দিষ্ট আর্থিক নীতি আছে।

বিভিন্ন খাত ওয়ারী আয় ও ব্যয় সম্বলিত বাজেট প্রণয়ন করা হয় এবং সে অনুযায়ী কার্য সম্পাদন (আয়-ব্যয়) করা হয়ে থাকে। সর্বোপরি প্রাপ্তি-প্রদান, আয় ও ব্যয় এবং উদ্বৃত্ত পত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের আর্থিক চিত্র জানা যায়।

মনে রাখতে হবে অর্থ একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ক্ষেত্র। তাই আয়ের উৎস, ব্যয়ের ক্ষেত্র ও হিসাব এবং সর্বোপরি অডিট থেকে বোঝা যায় যথাযথভাবে এসোসিয়েশন এর আর্থিক কার্যক্রম নিয়মনীতি অনুসারে হয়েছে কিনা।

(ক) আয় বা অর্থ সংগ্রহ (১) গাইড ও রেঞ্জার পর্যায়ে মেয়েরা পেট্রোল ড্রিল ও কমিটির মাধ্যমে তহবিল গঠন করতে শিখে। সদস্যগণ ও নিজ ঝাঁক, কোম্পানী, ইউনিট বা কমিটির মাধ্যমে থানা, জেলা, আঞ্চলিক কমিটির সদস্য ফি দিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে তহবিল গঠন করে। এছাড়া দল বা কমিটি রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। এই পর্যায়ে ২টি খাতে অর্থ লেন-দেন হয়।

(১) জাতীয় পর্যায়ে

(২) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে

(১) জাতীয় পর্যায়ে ঃ

(ক) দল/কমিটি/রেজিস্ট্রেশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ

(খ) প্রতি সদস্যর জন্য মাথাপিছু নির্দিষ্ট ফি বাবদ অর্থ দিতে হয়। বর্তমানে দল রেজিস্ট্রেশনের সময় ২০ (বিশ) টাকা ক্যাপিটেশন ফি ও ২০ (বিশ) টাকা বিশ্ব চিন্তা দিবস ফি দিতে হয়।

(২) আন্তর্জাতিক পর্যায়েঃ "বিশ্ব কোটা" ও "বিশ্ব চিন্তা দিবস" এই দুই খাতে অর্থ সংগ্রহ করে ওয়াগস্ এ পাঠানো হয়।

■ সমাজের সাথে সম্পর্ক (Relationship with Society)

মানুষ সামাজিক জীব। ৬ বছরের শিশু কন্যা থেকে শুরু করে ৩০ বছর পর্যন্ত মেয়েদেরকে শিক্ষাশ্রয়ী কার্যক্রমের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে গাইড আন্দোলন। আত্ম উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ ও সমাজে বিশিষ্ট অবদান রাখার জন্যই মেয়েরা তৈরি হয়। প্রথমে ঘরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া ও প্রতিদিন একটি ভালো কাজ করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে হলদে পাখি গাইড আন্দোলনে প্রবেশ করে। এরপর গাইড তার কর্মসূচির মাধ্যমে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। গাইডের মটো "সদা প্রস্তুত" এই নীতির বলে নিজেকে সেবা প্রদানের জন্য প্রস্তুত করে। প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়াতে শিখে।

রেঞ্জার এর মটো "সেবা" এর মাধ্যমে সেবা ব্রতে ব্রতী হয়ে রেঞ্জাররা দেশ ও সমাজ সেবায় সমাজের বিভিন্ন চাহিদা অনুযায়ী যুগোপযোগী প্রকল্প ও কার্যক্রমের মাধ্যমে এগিয়ে চলে। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বছর জুড়ে বাংলাদেশের গাইড বোনেরা সমাজের সাথে সম্পর্ক রেখে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বহু সংগঠনের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে সম্মানের সাথে কাজ করে সুনাম অর্জন করছে।

৬টি ক্ষেত্রের রিপোর্ট দেখে বলা যাবে প্রতিষ্ঠান কতটা সুস্থ্য, কর্মক্ষম ও সচল।

১৯. নৈপুণ্যসূচক ব্যাজ (Proficiancy Badge) ঃ

হলদে পাখি, গাইড ও রেঞ্জারদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশ্ব গার্ল গাইডস্ ও গার্ল স্কাউটস সংস্থায় নৈপুণ্যসূচক ব্যাজ কার্যক্রম রয়েছে। রিক্রুট/টেন্ডারফুট ব্যাজ প্রাপ্তির পর অন্য সকল দেশের মত বাংলাদেশেও নৈপুণ্যসূচক ব্যাজ তিনটি শাখার আট দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে। প্রতিটি শাখার জন্য নৈপুণ্যসূচক ব্যাজের সিলেবাস বই রয়েছে। প্রত্যেক হলদে পাখি, গাইড ও রেঞ্জার এই বই দেখে পছন্দমত বিষয় নির্বাচন করতে পারে এবং তা গাইডারকে জানাতে পারে। গাইডার উক্ত বিষয়ে পারদর্শী হলে নিজেই ঐ বিষয় শিখাতে পারবেন। অন্যথায় বিষয় ভিত্তিক পারদর্শী ব্যক্তি দিয়ে সিলেবাস অনুযায়ী কোর্স করাবেন। এই ক্ষেত্রে স্থানীয়/উপজেলা বা জেলা কমিটির সদস্য পারদর্শী হলে তার সহায়তা নিতে পারেন। কোর্স সম্পন্ন করে বিষয় ভিত্তিক পরীক্ষার আয়োজন করতে পারবেন তবে যিনি শেখাবেন তিনি পরীক্ষা নেবেন না। অন্ততঃ ২ জন পরীক্ষক থাকবেন। মার্কশীটে পরীক্ষকের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর থাকতে হবে যার দুই কপি আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। পরে জাতীয় কার্যালয়ে ১ কপি প্রেরণ করলে জাতীয় কার্যালয় হতে বিনামূল্যে ব্যাজ ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। নৈপুণ্যসূচক ব্যাজ অর্জিত তাই এটি পোষাকের বাম দিকে দীক্ষা/টেন্ডারফুট ব্যাজের নীচে পরতে হয়।

হলদে পাখি, গাইড ও রেঞ্জার যত বেশী ব্যাজ অর্জন করবে সে পরবর্তীতে এসোসিয়েশনের বার ও এওয়ার্ড পাওয়ার জন্য তত বেশী উপযুক্ত হবে।

২০. গার্ল গাইডিং এর কর্মসূচি (Girl Guide Program)

গার্ল গাইডের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল স্কাউট/গাইডিং কর্মসূচির কথা চিন্তা করে প্রথমে কিছু বই লিখতে থাকেন। পরবর্তীতে তিনি এই বইসমূহের সহায়তায় বয়স ভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী ছেলে মেয়েদের জন্য বিভিন্ন শাখা নির্ধারণ করেন ও বিষয় ভিত্তিক বয়স অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের ভিত্তিতে কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

তাঁর বইয়ে এই বিষয়ে দিক নির্দেশনাসহ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষণীয় ও করণীয় কার্যক্রমের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

বিশ্বজুড়ে গার্ল গাইডস্ এবং গার্ল স্কাউটস কার্যক্রম একই নীতিমালা মেনে চলে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মেয়েদেরকে নিয়ে যুগোপযোগী কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে গাইড আন্দোলন ক্রমশই বেগবান হচ্ছে।

দেশের মাঝে গাইড মেয়েরা তাদের বয়সভিত্তিক কার্যক্রম ধাপে ধাপে শেষ করে এক স্তর হতে অন্য স্তরে উন্নীত হয়। আট পয়েন্টের কর্মসূচির ভিত্তিতে এই কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

তাদের কার্যক্রমের মাঝে নৈপুণ্যসূচক ব্যাজের পাঠ্যক্রম অন্যতম। এই ব্যাজের মাধ্যমে তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। গাইড কার্যক্রমে থেকে তারা নেতৃত্ব ও গণতন্ত্র চর্চা করে ও সুনাগরিক হতে শেখে।

ক্যাম্প, র‍্যালী, হাইকিং, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সমাজ সেবা, বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে গাইডের মেয়েদের চরিত্রের বিভিন্ন গুণাবলী বিকশিত হয়। দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থায় প্রতিনিধিত্ব করে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। নতুন নতুন বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। আনন্দদায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা নিজদেরকে বৃহত্তর জগতের জন্য প্রস্তুত করার সুযোগ লাভ করে।

২১. সমাজ সেবা (Social Service)

গার্ল গাইডিং মেয়েদের সমাজ সেবার দায়িত্ব গ্রহণে প্রেরণা যোগায়। একজন হলদে পাখিকে যেমন শেখানো হয় যে সে কিভাবে ঘরের কাজে সাহায্য করবে, তেমনি গাইড সদস্যরা প্রতিবেশীকে, রেঞ্জার, যুবানেত্রী ও যুবাঊর্দ্ধ সদস্যরা সমাজ তথা দেশকে, কোন কোন ক্ষেত্রে বহির্বিশ্বেও সেবা প্রদান করে। সে লক্ষ্য অর্জনে গাইডিং মেয়েদের শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। যেহেতু গাইডের প্রতিজ্ঞা, যথাসাধ্য পরের উপকার করা সেহেতু মেয়েদের জন্য অপরের মঙ্গলার্থে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন মেয়েদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কতগুলি বোধ তৈরি করে। যেমন– সামাজিক চেতনা এবং নেতৃত্ব দানের মতো সমাজ উন্নয়ন শিক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ, প্রবীণ সেবা, আয় বর্ধন কর্মসূচি গ্রহণ, স্বাস্থ্য প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজ ও সমষ্টি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন, লাইফ স্কিলস্ ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করে। সমাজ

সেবার মত পবিত্র কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে গাইডরা দেশের বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, মহামারী ও যে কোন ছোট বা বড় জাতীয় জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করে থাকে।

গাইডিং এর একটি মৌলিক বিষয় হলো সমাজ সেবা। সেবা অর্থ কোন প্রকারে সাহায্য দান করা, যার বিনিময়ে কিছু আশা করা যায় না। গাইডিং এ যোগদান করে মেয়েরা সমাজ সেবায় উদ্বুদ্ধ হয় ও প্রেরণা পায়।

প্রকল্পঃ (Projects)

প্রকল্পের মাধ্যমে গাইডের মেয়েরা সমাজ সেবা করার সুযোগ পায়, আনন্দ লাভ করে। তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায় - তারা নতুন নতুন কৌশল শিখে যার মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে এবং বৃহত্তর জগতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তর ও সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করতে গিয়ে তাদের মাঝে মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তাদের মাঝে আত্মবিশ্বাস গড়ে ও আত্ম-উপলব্ধি সৃষ্টি করে।

ছোট হলদে পাখির "সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া", গাইডের "সদা প্রস্তুত", রেঞ্জারের "সেবা" ও যুবা নেত্রীর "নেতৃত্ব দানের" মাঝে ফুটে উঠে কিভাবে ধাপে ধাপে শিশুকাল হতে গাইডের শিক্ষা মেয়েদেরকে আত্মোন্নয়নের সাথে সাথে বিশ্ব সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

সমাজ ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী গাইড মেয়েদের জন্য বয়স ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয় যা তারা নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে সম্পাদন করে।

- ❑ হলদে পাখি–ভালো কাজ, সাহায্যের হাত বাড়ানো, যে কোন সুযোগে অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে।
- ❑ গাইড ও রেঞ্জার–সমাজের যে কোন ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য যে কোন কাজ হাতে নেয় ও তা প্রকল্প আকারে রূপায়িত হয়।

অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন শুরু থেকেই স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্প সফলভাবে সম্পাদন করেছে।

২২. প্রকল্প ঃ (Projects) ঃ

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন -এ গাইডদের ৫টি প্রধান সমাজ সেবামূলক প্রকল্প রয়েছে–

১। শিক্ষাশ্রয়ী প্রকল্প

২। আয় সংস্থান প্রকল্প

৩। পরিবেশ পরিচর্যা

৪। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

৫। শান্তি ও সংস্কৃতি

২৩. জরুরী পরিস্থিতিতে গার্ল গাইডদের কাজ (Girl Guides During Emergency)

গার্ল গাইডের মূল মন্ত্র "সদা প্রস্তুত" তাই গাইড সর্বদাই জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্ষম। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণি দুর্গত উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যার্থে ত্রাণ তৎপরতায় গাইড সদা প্রস্তুত। নিজস্ব তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে গাইড সদস্যরা ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বিগত কয়েক বছর ধরে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের পক্ষ হতে চেক প্রদান করা হয়। অঞ্চলসমূহ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে নগদ অর্থ ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করে গাইড সদস্যদের মাধ্যমে দুঃস্থদের মাঝে বিতরণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে স্বাধীনতার পূর্বে এ দেশে যখন গার্ল গাইডস্ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন হতে অদ্যাবধি দুঃস্থ মানবতার সেবায় গার্ল গাইডস্ যে ভূমিকা রেখে আসছে তাতে এই সংগঠনটি মানুষের আস্থাভাজক হয়ে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও নানা রকম দুর্যোগে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

২৪. গাইডের ৮ দফা কর্মসূচি (8 Point Guide Program) ঃ

আমরা চাই আমাদের মেয়েরা তাদের গাইডিং যাত্রা আনন্দ উপভোগ করুক–সেই সাথে এটাও নিশ্চিত করতে চাই যে প্রতি সভায় উপস্থিত হয়ে তারা নতুন কিছু শিখবে। তাই আমাদের কর্মসূচিকে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের চারটি মূলমন্ত্রের উপর ভিত্তি করে ৮ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

হলদে পাখির ৮ দফা	গাইডের ৮ দফা
হলদে পাখি সদা জাগ্রত	নিজের সম্পর্কে চিন্তাধারা
হলদে পাখি স্বাস্থ্য রক্ষায় সচেষ্ট	বহিরাঙ্গন থেকে আনন্দ লাভ করা
হলদে পাখি ঘরের কাজে হাত লাগায়	বাসস্থান সম্পর্কে সচেতনতা
হলদে পাখি জিনিষ তৈরী করে	নিজেকে সুস্থ্য রাখা
হলদে পাখি যথাসাধ্য সাহায্য করে	নিয়ম রক্ষা করা
হলদে পাখি মিশুক	অপরকে চেনা ও জানা
হলদে পাখি অন্যকে সাহায্য করে	সেবা প্রদান
হলদে পাখি বাইরের জগৎ থেকে আনন্দ পায়	শিল্প কলার অনুসন্ধান

রেঞ্জারের ৮ দফা কর্মসূচি -

টেন্ডারফুট ব্যাজের ৪টি মূলনীতি-

১। বুদ্ধি ২। হাতের কাজ ৩। স্বাস্থ্য ৪। সেবা।

এই ৪টি মূল নীতিকে ভিত্তি করে রেঞ্জারের ৮ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

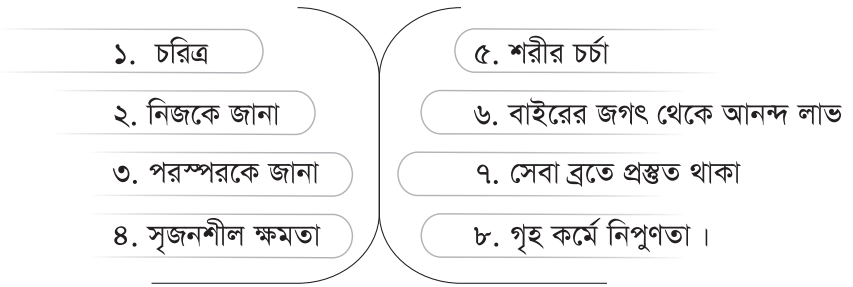

২৫. ক্যাম্পিং বা তাঁবুবাস (Camping) ঃ

ক্যাম্পিং বা তাঁবুবাস গাইড আন্দোলনের এক বিশেষ শিক্ষণীয় ও বিনোদন পদ্ধতি। তাঁবুবাস হচ্ছে গাইড সদস্যাদের প্রকৃতির সাথে একাত্মতা ও বিশ্বায়ন তথা পরিবর্তনশীল বিশ্বের উপযোগী নাগরিক হিসেবে বাস্তব জ্ঞান লাভের শিক্ষাক্ষেত্র। তাঁবুবাসের মাধ্যমে গাইড সদস্যরা দলীয়ভাবে দেশে বিদেশে মানুষের মাঝে মৈত্রী ও মতৈক্য গড়ে তোলার শিক্ষা, বিভিন্ন দায়িত্ব লাভের সুযোগ, নেতৃত্বের অনুশীলন ও গুণের বিকাশ ঘটিয়ে থাকে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা যেমন স্পষ্ট জ্ঞান যোগায় তেমনি তাঁবুবাসের শিক্ষা যোগায় জীবন ঘনিষ্ট বাস্তব অভিজ্ঞতা। এ ছাড়া গাইডের কাছে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করে ও তাঁবুবাসে বিভিন্ন সেশনের মাধ্যমে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে।

ক্যাম্পিং-এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে (Purpose of Camping) ঃ

১। নিজ দেশ ও বহির্বিশ্বের সাথে বন্ধুত্ব ও ভাব বিনিময়ের পরিমন্ডল গঠন ;

২। যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার দক্ষতা অর্জন ;

৩। জীবন ও পৃথিবী সম্পর্কে সহজ ও সুন্দর ধারণা সৃষ্টি ;

৪। খেলাধূলা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চরিত্র গঠন, বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন ও গাইডের নিয়মাবলী এবং প্রতিজ্ঞার যথাযথ অনুশীলন ;

৫। সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বভাব অর্জনের মাধ্যমে আদর্শ নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা

৬। যে কোন প্রতিকূলতায় নিজকে খাপ খাওয়ানো, মনোবল বজায় রাখা ও এই প্রতিকূলতা থেকে উত্তরণে সচেষ্ট হওয়া।

বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্প ঃ গার্ল গাইডিং এ বিভিন্ন প্রকার ক্যাম্প হয়। যেমন–কোম্পানী ক্যাম্প, ইউনিট ক্যাম্প, উপজেলা ক্যাম্প, জেলা ক্যাম্প, আঞ্চলিক ক্যাম্প, জাতীয় ক্যাম্প, ক্যাম্প ক্র্যাফট্ প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ইত্যাদি।

ক্যাম্পকে আবার দুইভাবে করা যায় যেমন -

- দিবা ক্যাম্প
- দিবা-রাত্রি ক্যাম্প

ক্যাম্পের শ্রেণী বিভাগ (Types of Camps) ঃ

(ক) উপজেলা/থানা ক্যাম্প-উপজেলার সকল উপজেলা ক্যাম্প ১-৩ দিনের হতে পারে।

(খ) জেলা ক্যাম্প ঃ জেলার আওতাধীন সকল থানা/উপজেলার গাইডার, রেঞ্জার, কমিশনার, সদস্যদের নিয়ে যে ক্যাম্প করা হয় তাকে জেলা ক্যাম্প বলে। এই ক্যাম্প ১-৫ দিন হতে পারে।

(গ) আঞ্চলিক ক্যাম্প ঃ অঞ্চলের আওতাধীন সকল জেলার গাইড, গাইডার, কমিশনার, সদস্যদের নিয়ে যে ক্যাম্প তাকে আঞ্চলিক ক্যাম্প বলে। এই ক্যাম্প ৫-৭ দিন করা যায়।

জাতীয় ক্যাম্প ঃ দেশের সকল গাইড, রেঞ্জার, গাইডার, কমিশনার ও সদস্যদের পক্ষ হতে ইচ্ছুক প্রতিনিধি নিয়ে যে ক্যাম্প করা হয় তাকে জাতীয় ক্যাম্প বলে। জাতীয় ক্যাম্প ১-৭ দিন পর্যন্ত হয়।

পেট্রোল লিডার ক্যাম্প ঃ গাইড কোম্পানীর লিডারদের নিয়ে যে ক্যাম্প হয় তাকে পেট্রোল লিডার ক্যাম্প বলে। এই ক্যাম্প ১- ৫ দিন পর্যন্ত করা যায়।

গাইডারস ক্যাম্প ঃ গাইডারদের নিয়ে যে ক্যাম্প করা হয় তাকে গাইডারস ক্যাম্প বলে।

কমিশনারস ক্যাম্প ঃ কমিশনারদের নিয়ে যে ক্যাম্প করা হয় তাকে কমিশনারস ক্যাম্প বলে।

সার্ভিস ক্যাম্প ঃ যে স্থানে ঝড়, বন্যা, টর্নেডো হয়ে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ঐ স্থানে গিয়ে গাইড/রেঞ্জার/যুবানেত্রী সেবা প্রদান করে থাকে। যতদিন পর্যন্ত সেবা প্রয়োজন হয় ততদিন পর্যন্ত গাইড/রেঞ্জার/যুবানেত্রী কাজ করবে। এইভাবে অবস্থান করে সেবা প্রদান করাকে সার্ভিস ক্যাম্প বলে।

এছাড়া সমাজের যে কোন বিরূপ পরিস্থিতিতে যেমন- ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু প্রতিরোধ ইত্যাদির জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, এইচ আই ভি এইডস্ প্রতিরোধ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারপত্র বিলি, দলীয় আলোচনা, ঔষধ সরবরাহ, ছবি প্রদর্শন, রক্ত পরীক্ষা, শিশু হাসপাতালে সেবা, পানি সচেতনতা ইত্যাদি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে গাইড সদস্যগণ সেবা প্রদান করে থাকে।

কোম্পানী ক্যাম্প বা ইউনিট ক্যাম্প ঃ গাইড কোম্পানীর মেয়েদের নিয়ে যে ক্যাম্প করা হয় তাকে গাইড কোম্পানী ক্যাম্প বলে।

রেঞ্জার ইউনিট ক্যাম্প ঃ রেঞ্জার ইউনিটে মেয়েদের নিয়ে যে ক্যাম্প করা হয় তাকে রেঞ্জার ইউনিট ক্যাম্প বলে।

ক্যাম্প ক্র্যাফট্ প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ঃ যে কোন ক্যাম্প সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। সেই প্রশিক্ষণকে ক্যাম্প ক্র্যাফট্ প্রশিক্ষণ বলে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গাইডার ক্যাম্প স্টাফের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে ও নিজেকে ক্যাম্প পরিচালনার উপযোগী করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

ক্যাম্প স্টাফ ও দায়িত্ব (Responsibility of Camp Staff) ঃ

ক্যাম্প ডিরেক্টর ঃ যে কোন ক্যাম্পের জন্য একজন ক্যাম্প ডিরেক্টর থাকবেন। তাঁর উপদেশ ও নির্দেশ মোতাবেক ক্যাম্প পরিচালিত হয়ে থাকে। ক্যাম্প কমান্ডার, প্রোগ্রাম ইনচার্জ ডিরেক্টর এর সাথে সব সময় যোগাযোগ রেখে ক্যাম্প সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করবেন।

ক্যাম্প কমান্ডার ঃ ক্যাম্পে একজন ক্যাম্প কমান্ডার থাকবেন। তিনি ক্যাম্পের জায়গা নির্বাচন করবেন। এছাড়া ক্যাম্পের লে-আউট তৈরী করা, পানি-বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা, স্টাফদের সাথে যোগাযোগ রাখা, মিটিং করা, বাজেট করা, সাব ক্যাম্পে পেট্রোল ভাগ করা এবং পেট্রোল ডিউটি হচ্ছে কিনা ইত্যাদি দেখা তার কাজ। তিনি আরো যা করবেন -ক্যাম্পে মূল্যায়ন ফর্ম বিতরণ ও সংগ্রহের ব্যবস্থা, প্রতিদিন ক্যাম্পের হিসাব পেশ করা, প্রতিদিন কোর্ট অব অনার মিটিং করা ইত্যাদি। ক্যাম্প শেষে তাঁবু উঠিয়ে ভাঁজ করে ক্যাম্প এলাকা পরিষ্কার করে মালামাল নিয়ে তিনি চলে আসবেন। ক্যাম্প শেষে মূল্যায়ন মিটিং করবেন ও যারা সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদপত্র প্রেরণ করবেন।

প্রোগ্রাম-ইন-চার্জ ঃ ক্যাম্পের কর্মসূচি তৈরি করা। অনুমোদিত কর্মসূচি অনুযায়ী সেশনের ব্যবস্থা, প্রশিক্ষক নির্বাচন ও যোগাযোগ করা এবং ক্যাম্প চলাকালিন সময়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

কোয়াটার মাস্টার ঃ খাবারের মেন্যু তৈরী করা। মেন্যু অনুযায়ী (টেন্ডার-এর ব্যবস্থা করা) টেন্ডার অনুযায়ী কমিটির অনুমোদনক্রমে টেন্ডারে যে ভাল হবে তাকে খাদ্যের দায়িত্ব দেয়া। ক্যাম্প চলাকালিন সময়ে সঠিক সময়ে খাবার প্রস্তুত রাখা। খাবার ১৫ মিনিট আগে কোয়াটার মাস্টার হুইসেল শোনার সঙ্গে সঙ্গে সার্ভিং পেট্রোল খাবার বিতরণের জন্য কোয়াটার মাস্টার এর নিকট হতে খাদ্য বুঝে নিবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে খাবার ক্যাম্পার্সদের মধ্যে বিতরণ করবে।

হেলথ-ইন-চার্জ ঃ ক্যাম্পের সার্বিক পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব হলো ক্যাম্প-ইনচার্জের। তাঁর কাজ হলো- ক্যাম্প-এর অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা অনুসারে টয়লেট, পানির ব্যবস্থা করা, মশার ঔষধ, কীটনাশক ঔষধ-এর ব্যবস্থা করা দরকার। ক্যাম্প শুরু হওয়ার ১৫ দিন আগে কীটনাশক ঔষধ স্প্রে করা। ক্যাম্প চলাকালীন সময় হেলথ পেট্রোল এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবে এবং প্রয়োজনে হেলথ পেট্রোল তাঁবুতে মশার ঔষধ স্প্রে করবে।

ক্যাম্প নার্স ঃ ক্যাম্পার্সদের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব থাকে ক্যাম্প নার্স এর উপর। প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান আছে এমন ব্যক্তি ক্যাম্প নার্স হলে ভাল হয়। ক্যাম্প নার্সের আলাদা তাঁবু থাকবে, তাঁবুতে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে বিছানা ও ১ টি প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স রাখবেন। বাক্সে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র থাকবে। যে কেউ অসুস্থ্য হলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে। চিকিৎসা দেয়া এবং বেশী অসুস্থ্য হলে ক্যাম্প কমান্ডার ও ক্যাম্প ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজন বোধে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

ক্যাম্প ডাক্তার ঃ ক্যাম্প চলাকালীন সময় নির্ধারিত সময়ে ডাক্তার রোগীদের দেখে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিবেন ও প্রয়োজনে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন (ক্যাম্প কমান্ডারের পরামর্শক্রমে)।

বুলেটিন-ইন-চার্জ ঃ বুলেটিন হলো প্রতি ক্যাম্প ও সাব-ক্যাম্পের প্রতিচ্ছবি। ক্যাম্পের বিভিন্ন মজার মজার খবর সংগ্রহ করে বুলেটিন বোর্ডে আটকাবে। প্রতিটি সাব-ক্যাম্প অনুসারে পৃথকভাবে বুলেটিন বোর্ড তৈরী করবে।

২৬. সংকেত (Signals) ঃ

বিশ্বজুড়ে গাইডদের সুশৃংখল ও একতাবদ্ধ করতে কতগুলো চিহ্ন/সংকেত ব্যবহার করা হয় যেমন- হাতের ইশারা, বাঁশীর সংকেত ইত্যাদি। এগুলো ক্যাম্পেও অনুশীলন করা হয়।

■ **পদচিহ্ন (Tracking Sign) ঃ** গাইডের কতগুলি পদচিহ্নের সংকেত আছে। এই চিহ্নগুলি অনুসরণ করে গাইডরা জনবিরল বা অজানা জায়গায় যেতে পারে। এই চিহ্নগুলো চক, বা প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করা গাছের ডাল, ইট, পাথর, কয়লা ইত্যাদি দিয়ে দিতে হয়। এই চিহ্নগুলি ৯ ইঞ্চি লম্বা হবে এবং ১২ থেকে ১৪ ধাপ পর পর দিতে হয়। রাস্তার যে কোন একপাশে চিহ্ন দিতে হবে। সবশেষে যে দল যাবে সে চিহ্নগুলি মুছে দিবে। এই চিহ্নগুলি বিশেষ করে হাইকিং-এ ব্যবহার করা হয়।

সংকেতের মধ্যে আরো রয়েছে ঃ (ক) হাতের ইশারা ও (খ) বাঁশির সংকেত ।

■ হাতের ইশারা (Hand Signal) ঃ

উপস্থিত গাইড সদস্যকে নীরবে আদেশ দেয়া যায় হাতের সংকেত বা ইশারার মাধ্যমে । অল্প পরিসরে দলকে সুসজ্জিত করা বা শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য হাতের সংকেত ব্যবহার করা হয় । এই সকল সংকেতের মাধ্যমে গাইডরা নীরবে আদেশ মান্য করতে অভ্যস্থ হয় ।

ডান হাত মাথার উপর সোজা তুলে রাখার অর্থ থামো বা চুপ কর যাদেরকে সংকেত দেখানো হবে তারাও ডান হাত উঁচু করে দেখাবে ।

ডান হাত সোজা মাথার উপর এবং বাঁ হাত পার্শ্বে সোজা ও তালু সামনে খোলা রাখা । অর্থাৎ "L shaped " করার অর্থ - প্রথম নেতা কাছে এস ।

দুই হাতের তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে বট পাতার আকার করলে লিডারের পিছনে দল এসে দাঁড়াবে ।

দুই হাত সামনে থেকে পিছন পর্যন্ত ঘুরান অর্থ- পূর্ণবৃত্ত করা ।

দুই হাত সামনে সোজা করে দুই পার্শ্ব পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার অর্থ- অর্ধ গোল করা ।

দুই হাতের তালু সামনে খোলা রেখে দুই পার্শ্বে সোজা করে রাখার অর্থ - সামনের দিকে মুখ করে একটি লাইন কর । যিনি সংকেত দেখাবেন তার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবেন ।

ডান হাত মাথার উপর তুলে আস্তে আস্তে বামে ও ডানে নাড়ান অর্থ- সকলে দূরে সরে যাও ।

দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় সামনে সোজা করে দেখানোর অর্থ-সকলে দৌড়ে এসে দুই লাইনে সামনের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে ।

দুই হাতের তালু খোলা রেখে মুখোমুখি সামনে সোজা করে দেখানোর অর্থ- দুইটি লাইনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে ।

ডান হাত সোজা মাথার উপর তুলে একবার সামনে ও একবার পিছনে দেখানোর অর্থ- সবাই কাছে এস ।

■ বাঁশীর সংকেত (Whistle) ঃ

উপস্থিত গাইডদেরকে বিশেষ নির্দেশ দিবার জন্য গাইডিং এ বাঁশির সংকেত ব্যবহার হয় । গাইডার তার আদেশ/নির্দেশ প্রদান করতে বাঁশির সংকেত ব্যবহার করতে পারেন । বাঁশির সংকেত শোনা মাত্র গাইড/দল সংকেত অনুসারে দ্রুত গতিতে তা পালন করবে । বাঁশির সংকেত গাইডদের সুশৃংখল হতে একটি সহায়ক ও একটি আদেশ ।

(১) ▬ - এর অর্থ - চুপ কর এবং পরবর্তী কাজের জন্য প্রস্তুত হও । একটা তীক্ষ্ণ ছোট আওয়াজ ।

(২) ▬▬ - একটা লম্বা আওয়াজ । এর অর্থ - গোলমাল থামাও এবং চুপ কর ।

(৩) ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ - ছোট ছোট অনেকগুলো আওয়াজ । এর অর্থ - দৌড় দিয়ে কাছে এসো ।

(৪) ▬▬ ▬▬ ▬▬ - লম্বা টানা আওয়াজ । এর অর্থ - দূরে যাও ।

(৫) ▬ ▬▬ ▬ ▬▬ ▬ ▬▬ - একটা ছোট তারপর একটা বড় আওয়াজ ।
এর অর্থ - বিপদ সংকেত, তোমরা সবাই যে দিকে আওয়াজ সে দিকে যাও ।

(৬) ▬ ▬ ▬ ▬▬ - তিনটা ছোট তারপর একটা বড় আওয়াজ । এর অর্থ - প্রথম লিডার কাছে এসো ।

(৭) ▬ ▬ ▬▬ - দুইটা ছোট তারপর একটা বড় আওয়াজ । এর অর্থ - দ্বিতীয় লিডার কাছে এসো ।

(৮) ▬ ▬ - দুইটা ছোট ছোট আওয়াজ । এর অর্থ - লিডার এর পিছনে লাইন করে দাঁড়ানো ।

২৭. গার্ল গাইডিং এ গেরোর ব্যবহার (Knots) ঃ

গার্ল গাইডিং এ বিশেষ কতগুলো গেরো শিখানো হয় যা বিভিন্ন সময় গাইডরা তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে । যেমন -

রিফনট

সীট বেন্ড

ক্লোভ হিচ্

ফিসার ম্যানস নট

ডাবল ওভার হ্যাণ্ড

এছাড়া অনেক গেরো ও ল্যাশিং এর ব্যবহার রয়েছে ।

২৮. আন্তর্জাতিক গাইডিং (International Guiding)

গার্ল গাইডিং এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আন্তর্জাতিক গাইডিং। এর মাধ্যমে ছোট্ট হলদে পাখি হতে শুরু করে গাইডিং এর সকল শাখার মেয়ে ও সকল স্তরের নারী, বিশ্বের ১৪৬টি গাইড সদস্য দেশের বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগদান করার সুযোগ পায়। আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গাইড সদস্যগণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কার্যক্রম দেখার সুযোগ পায়, বিভিন্ন দেশের গাইড বোনদের সাথে একত্রে থাকতে পারে ও তাদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বন্ধুত্ব স্থাপন এবং গ্লোবাল ইস্যু সম্পর্কে নতুন ধারণা লাভ করে। তাই সম্মিলিতভাবে বিশ্বের সমকালীন ইস্যুগুলো নিয়ে বিভিন্ন দেশের কর্মসূচিতে যোগদান করে দেশে ফিরে এসে নিজ দেশের গাইড বোনদের মাঝে তার অভিজ্ঞতা জানিয়ে তা কাজে লাগায়। বিশ্বজুড়ে সারা বছর ধরে ক্যাম্প, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, এ্যাডভেঞ্চার ইত্যাদি নানা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের সকল দেশের গাইড সদস্যগণ বছর জুড়ে বিভিন্ন আমন্ত্রণে আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে যোগদান করে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের সকল শাখার ও সকল স্তরের সদস্যগণও প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে থাকে। ওয়্যাগস্ এর মূলনীতি গার্ল গাইডিং এর ১৪৬টি সদস্য দেশে বিস্তৃত। দশ মিলিয়ন সদস্যের এই সংস্থার প্রতিটি সদস্য এক বিশ্ব পরিবারের সদস্য হিসেবে পরিচিত।

■ ওয়াগ্স ঃ (WAGGGS)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্ব গার্ল গাইডস্ ও গার্ল স্কাউটস সংস্থার ১৪৬টি দেশের সদস্য হিসেবে পরিগণিত। ১৯২৮ সালে লন্ডনে ওয়ার্ল্ড ব্যুরো (World Bureau) কে বিশ্ব গার্ল গাইডস্ ও গার্ল স্কাউটস সংস্থা (World Association of Girl Guides & Girl Scouts)-এর সেক্রেটারিয়েট হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ১৯৪০ সালে লন্ডনে বিশ্ব গার্ল গাইডস্ ও গার্ল স্কাউটস সংস্থার অফিস খোলা হয়। বিশ্ব গার্ল গাইডস্ ও গার্ল স্কাউটস সংস্থা পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত। এগুলো হলো ঃ ১। এশিয়া প্যাসিফিক, ২। ইউরোপ, ৩। পশ্চিম হেমস্ ফিয়ার ৪। আরব অঞ্চল/হেমিস্ফিয়ার ৫। আফ্রিকা।

■ বিশ্ব সংস্থা বা গাইড কেন্দ্র (World Centres) ঃ

বিশ্ব গার্ল গাইডস্ ও গার্ল স্কাউটস সংস্থার পাঁচটি অঞ্চলে ৫টি বিশ্ব গাইড কেন্দ্র রয়েছে। বিশ্বব্যপী গাইড আন্দোলন ও কর্মসূচির উন্নয়নের জন্য এই সকল কেন্দ্রে বিভিন্ন কর্মসূচি চালু রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলো সফরকারী গাইডদের অবস্থান, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও সমাবেশের স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কেন্দ্রগুলো হলো ঃ

১। **প্যাক্স লজ ঃ** লন্ডনে ১৯৩৯ সালে আওয়ার আর্ক নামে বিশ্ব গাইড কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। পরবর্তীতে আওয়ার আর্ক নাম পরিবর্তন করে ১৯৬৩ সালে ওলেভ হাউজ নামে রূপান্তরিত হয়। আবার ১৯৯০ সালে ওলেভ হাউজ পরিবর্তন করে প্যাক্সলজ নামকরণ করা হয়।

২। **আওয়ার কাবানা ঃ** মেক্সিকো সিটি হতে ৫০ মাইল দূরে কুয়েরনাভাকা শহরে ১৯৫৭ সালে এই বিশ্ব গাইড কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩। **আওয়ার শ্যালে ঃ** এই বিশ্ব কেন্দ্রটি সুইজারল্যান্ডে ১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪। **সাংগাম ঃ** ভারতের পুনায় ১৯৬৬ সালে এই বিশ্ব কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় ।

৫। **কুসাফিরি ঃ** বিশ্ব গার্ল গাইডস্ ও গার্ল স্কাউটস সংস্থা নতুন আরেকটি বিশ্বকেন্দ্র গঠন করেছে। এই বিশ্বকেন্দ্রটি দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত।

প্রতিটি বিশ্ব কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, সম্মেলনের মাধ্যমে গাইডদেরও নতুন কর্মসূচি সম্পর্কে সদস্য দেশকে অবহিত করে ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা দিয়ে থাকে।

২৯. ত্রিপত্র (Trefoil) ঃ

ত্রিপত্র গাইডের প্রতীক চিহ্ন। ত্রিপত্রের তিনটি অংশ তিনটি প্রতিজ্ঞার অর্থকে বহন করছে। বিশ্বের প্রতিটি গাইড সদস্য দেশ তাদের ব্যাজ ও বিভিন্ন কাজে এই ত্রিপত্র ব্যবহার করে থাকে। ব্যাজের প্রতিটি অংশ ও রং পৃথক অর্থ বহন করে।

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের বিভিন্ন শাখার প্রতিজ্ঞা ব্যাজ

হলদে পাখির ব্যাজ	টেন্ডার ফুট ব্যাজ	রেঞ্জার ব্যাজ	কমিশনার্স ব্যাজ

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের ব্যবহৃত আন্তর্জাতিক ব্যাজ

বিশ্ব গাইড ব্যাজ	এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ব্যাজ	বিশ্ব চিন্তা দিবস ব্যাজ

এছাড়া নৈপুণ্যসূচক ব্যাজ, ক্যাম্প ব্যাজ ও বিভিন্ন কর্মসূচির ব্যাজ ব্যবহার হয়।

৩০. পতাকা (Flags) ঃ

জাতীয় পতাকা

বিশ্ব গাইড পতাকা

বাংলাদেশের গাইড পতাকা

পতাকা (Flags) ঃ পতাকা সাধারণত একটি দেশ, জাতি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হয়। বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন এ পতাকার ব্যবহার শুরু থেকেই প্রচলিত। বিশ্ব সংস্থার পতাকার পাশে প্রতিটি সদস্য দেশের নিজস্ব গাইড পতাকা আছে। আবার অঞ্চল ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ও গাইড পতাকা রয়েছে। প্রতিটি পতাকার নক্সা ও রং একটি বিশেষ অর্থ বহন করে। গাইড অনুষ্ঠানে বিশ্ব পতাকার পাশে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় গাইড পতাকা ওড়ানো হয়। গাইড অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পতাকা ওড়ানোর, নামানোর, ভাঁজ করার নিয়ম গাইডের অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়। পতাকার সম্মান অক্ষুণ্ন রাখতে গাইডরা ছোটবেলা থেকে শেখে। গাইড সমাবেশে একাধিক পতাকা উত্তোলিত হলে জাতীয় পতাকা সবার মাঝে থাকে ও একটু উপরে থাকে।

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন বিশ্ব পতাকা, জাতীয় পতাকা ও গাইড পতাকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে থাকে। নিয়মাবলী - সূর্য উঠার পর জাতীয় পতাকা উঠানো হয়। সাধারণত সূর্যাস্তের পূর্বে পতাকা নামাতে হয়। পতাকা নামানোর সময় মাটিতে না রেখে কাঁধে রাখতে হয় এবং বৃষ্টির সময় পতাকা নামিয়ে নিতে হয়।

জাতীয় পতাকা (National Flag) ঃ

১৯৭২ সালের ২৫ জানুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীসভায় এই পতাকার নক্সা অনুমোদিত হয়।

সরকারী ও বেসরকারী ভবনে উত্তোলিত পতাকার বিভিন্ন আকার নিম্নরূপ ঃ

(ক) দৈর্ঘ্য ১০ ফুট প্রস্থ ৬ ফুট

(খ) দৈর্ঘ্য ৫ ফুট প্রস্থ ৩ ফুট

(গ) দৈর্ঘ্য $২\frac{১}{২}$ ফুট প্রস্থ $১\frac{১}{২}$ ফুট

মোটর গাড়ীর জন্য হবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) দৈর্ঘ্য ১৫ ইঞ্চি প্রস্থ ৯ ইঞ্চি

(খ) দৈর্ঘ্য ১০ ইঞ্চি প্রস্থ ৬ ইঞ্চি

পতাকার রঙ দুটি- লাল ও সবুজ। সবুজ রং গ্রামবাংলার বিস্তর সবুজ ও তারুণ্যের উদ্দীপনার প্রতীক। লাল রংয়ের বৃত্তটি স্বাধীনতার নয়া সূর্যের প্রতীক। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে কালো রাতের অবসান ঘটিয়ে এই সূর্যকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে।

যদি ২টা পতাকা তোলা হয় তবে জাতীয় পতাকা ডান দিকে এবং উঁচুতে থাকবে। অনেকগুলো পতাকা তুললে জাতীয় পতাকা মাঝখানে এবং উঁচুতে থাকবে। পতাকা তোলার সময় জাতীয় পতাকা আগে আগে যাবে এবং নামাবার সময় আগে অন্য পতাকা নামাতে হবে এবং সব শেষে জাতীয় পতাকা নামাতে হবে।

বিশ্ব পতাকা (World Flag) ঃ ১৯৩০ সালে ফক্সলীজ অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গাইডার মিসেস ক্যারিয়াস বিশ্ব পতাকার নক্সা দিলে বিশ্ব পতাকার ব্যবহার অনুমোদন হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে মার্চ মাসে ওলেভ সেন্টারে ৮০তম ওয়ার্ল্ড কমিটির সভায় এই পতাকার নক্সার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটে।

পতাকার রং তিনটি। নীল, সোনালী হলুদ ও সাদা। নীল পটভূমির উপর সোনালী হলুদ রং সমগ্র বিশ্বের গাইডদের উপর যেন সূর্যের আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। সাদা রং-এর অর্থ শান্তির প্রতীক।

ত্রি-পত্রের অর্থ- গাইড প্রতিজ্ঞার তিনটি অংশ। দুইটি তারার দশটি কোণ অর্থ- গাইডের দশটি নিয়ম। কম্পাসের অর্থ- সঠিক পথ প্রদর্শক। সোনালী হলুদ গোল বৃত্তটির অর্থ বিশ্বব্যাপী গার্ল গাইডস্ আন্দোলনের তৎপরতা বোঝায়। পতাকার নিচের ছোট দন্ডটির অর্থ- গাইডরা একতাবদ্ধভাবে কাজ করে। হলুদ গোল বৃত্তটির অর্থ- সারা বিশ্ব ব্যাপী গাইড কর্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পতাকার ডানদিকে তিনটি হলুদ বর্গক্ষেত্রটি প্রতিজ্ঞার তিনটি অংশকে স্মরণ করায়।

পতাকার মাপ ঃ

বড় পতাকা ঃ (১) ১৮৩ সেঃমিঃ X ১২২ সেঃমিঃ

(২) ১৩৭ সেঃমিঃ X ৯১ সেঃমিঃ

টেবিল পতাকা ঃ (৩) ১৫০ মিঃ মিঃ X ৯৮ মিঃ মিঃ

পতাকা ছিঁড়ে গেলে বা বিবর্ণ হয়ে গেলে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে নতুবা নদীতে ডুবিয়ে দিতে হয়। দিনের বেলা গাইডের কোন অনুষ্ঠান হলে পতাকা উত্তোলন করা হয়।

৩১. বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের প্রশাসনিক কাঠামো (Structure of BGGA)

তৃণমূল পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত গাইড কার্যক্রমকে সুসংহতভাবে তুলে আনার জন্য গাইড প্রশাসনে রয়েছে চারটি ধাপ।

(ক) থানা/উপজেলা এসোসিয়েশন এর তৃণমূল পর্যায়ে যে ধাপ তার নাম স্থানীয়/উপজেলা এসোসিয়েশন। তৃণমূল পর্যায়ে কন্যা ও নারীদের গাইডিং কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে এই এসোসিয়েশন। এই পর্যায়ে সকল সদস্য নিয়ে গঠিত হয় স্থানীয়/উপজেলা কাউন্সিল। এটি পরিচালিত হয় এই সদস্যদের থেকে প্রতি তিন বছর অন্তর নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত একটি শক্তিশালী স্থানীয়/উপজেলা কার্যনির্বাহী কমিটি দ্বারা। এর নেতৃত্বে থাকেন স্থানীয়/উপজেলা কমিটির সভানেত্রী। এছাড়াও থাকেন সেক্রেটারী, কোষাধ্যক্ষ ও কয়েকজন সদস্য।

* গাইড প্রশাসনের দ্বিতীয় ধাপে আছে জেলা এসোসিয়েশন। গঠন ও বিধি মোতাবেক জেলার সকল সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয় জেলা পরিষদ বা কাউন্সিল। প্রতি তিন বছরে একবার নির্বাচনের মাধ্যমে কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় জেলা কার্যনির্বাহী কমিটি। এই কমিটির নেতৃত্বে থাকেন জেলা কমিশনার। এই কমিটিতে আরো থাকেন সেক্রেটারী, কোষাধ্যক্ষ ও কয়েকজন সদস্য। জেলার সকল গাইড কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এই কমিটির কাজ। কাজের সুবিধার্থে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন বর্তমানে ৭২টি গাইড জেলা নিয়ে গঠিত। (ঢাকা মেট্রোপলিটনসহ)

* গাইড প্রশাসনের তৃতীয় ধাপে আছে আঞ্চলিক এসোসিয়েশন। অঞ্চলের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় আঞ্চলিক পরিষদ। প্রতি তিন বছরে একবার নির্বাচনের মাধ্যমে কাউন্সিলের সদস্যদের থেকে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটি। এই কমিটির নেতৃত্বে থাকেন আঞ্চলিক কমিশনার। এই কমিটিতে আরো থাকেন সেক্রেটারী, কোষাধ্যক্ষ ও কয়েকজন সদস্য। অঞ্চলের সকল গাইড কার্যক্রম সুষ্ঠু পরিচালনা করা এই কমিটির কাজ। কাজের সুবিধার্থে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন বর্তমানে ৯টি অঞ্চল নিয়ে গঠিত।

গাইড প্রশাসনের সর্বোচ্চ ধাপ, জাতীয় এসোসিয়েশন। বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশনের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ক্ষমতা জাতীয় পরিষদ ও জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির উপর ন্যাস্ত।

প্রতি বছর একবার জাতীয় পরিষদ বা কাউন্সিলের বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসোসিয়েশনের গঠন ও বিধি অনুযায়ী কাউন্সিলে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি যোগদান করেন। এই কাউন্সিল বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। বছর জুড়ে নেয়া সকল নীতি, কার্যক্রম, প্রস্তাবনা ও বাজেট এই কাউন্সিলে পেশ ও অনুমোদিত হয়। অডিটরও নিয়োগ হয়।

তিন বছর অন্তর জাতীয় কাউন্সিলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে শক্তিশালী জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়। এতে জাতীয় কমিশনার, কোষাধ্যক্ষ ও ২৭ জন জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

নির্বাচন উত্তর জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় জাতীয় কমিশনার নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে দপ্তর বন্টন করেন। একজন আইনবিদ, একজন ডাক্তার ও চারজন সমাজ সেবা সদস্য এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করেন। এছাড়া তিনি অনুমোদনের জন্য বিভিন্ন সাব কমিটির আহবায়ক ও সদস্যদের নাম প্রস্তাব করেন। কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে সাব কমিটির সদস্যগণ জাতীয় কার্যালয়ের সাথে কাজ করে।

সাব কমিটির গৃহীত পরিকল্পনা ও সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রয়োজনে পরবর্তী জাতীয় কাউন্সিলে তা অনুমোদন লাভ করে।

এভাবে উপজেলা পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের এ বিভিন্ন স্তরের সদস্যদের সহযোগিতায় এসোসিয়েশনের কার্যক্রম বেগবান হয় ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

৩২. পরিষদ (Council) ঃ

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন এর বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে পরিষদ রয়েছে। যেমন - জাতীয়, অঞ্চল ও জেলা পরিষদ। পরিষদের সভা বাৎসরিক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এতে নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য অংশগ্রহণ করেন। প্রতি তিন বছর অন্তর পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পরিষদ জাতীয় কমিশনার, কোষাধ্যক্ষ ও নির্দিষ্ট সংখ্যক জাতীয় কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচন করে।

পরিষদের মূল দায়িত্ব আন্দোলনকে উৎসাহিত ও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে গাইড নীতি ও মানের পর্যালোচনা, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, গঠন ও বিধি অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা করা ও বাৎসরিক বাজেট অনুমোদন করা। একই প্রক্রিয়ায় অঞ্চল ও জেলা পরিষদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তবে আঞ্চলিক কমিশনার জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচিত হন।

রেঞ্জার কাউন্সিল ঃ গাইডিং এ রেঞ্জার সদস্যরা হলো অগ্রগামী দল। তারা দেশে ও বিদেশে সেবা প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ। এরা ভবিষ্যতের গণতান্ত্রিক পরিচর্যা ও নেতৃত্বদানের প্রশিক্ষণ এই কাউন্সিল গঠনের মধ্য দিয়ে পেয়ে থাকে। রেঞ্জার কার্যক্রম শুরু হয় - কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬-২৬ বছরের শিক্ষার্থী তরুণীদের নিয়ে। প্রতি ইউনিটে তাদের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকে। এর পর হয় জেলা কাউন্সিল, আঞ্চলিক ও জাতীয় কাউন্সিল। জাতীয় কাউন্সিল থেকে ২১ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। এই প্রতিনিধিরা ২ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে রেঞ্জার কমিশনার ও রেঞ্জার সাব-কমিটির পরামর্শক্রমে দেশ জুড়ে রেঞ্জার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এতে প্রতি অঞ্চলের সকল জেলার নির্দিষ্ট সংখ্যক রেঞ্জার অংশ নিতে পারবে।

প্রতি জেলা থেকে ১০ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। উদাহরণস্বরূপ রাজধানীতে ৮ জেলা x ১০ = ৮০ জন। এই ৮০ জন থেকে ১২ জন নির্বাচিত হয়ে অঞ্চলের পরিষদ হবে। অঞ্চলের নির্বাচিত ১২+১ জন গাইডার নিয়ে আঞ্চলিক রেঞ্জার কাউন্সিল গঠিত হবে। আবার সব অঞ্চল থেকে (১২ x ৯) ১২ জন প্রতিনিধি নিয়ে (৯ অঞ্চলের) জাতীয় রেঞ্জার কাউন্সিল হবে। জাতীয় কাউন্সিলের নির্বাচন ২ বছর পর পর হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে ২১ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে।

রেঞ্জার কাউন্সিল গঠন ঃ

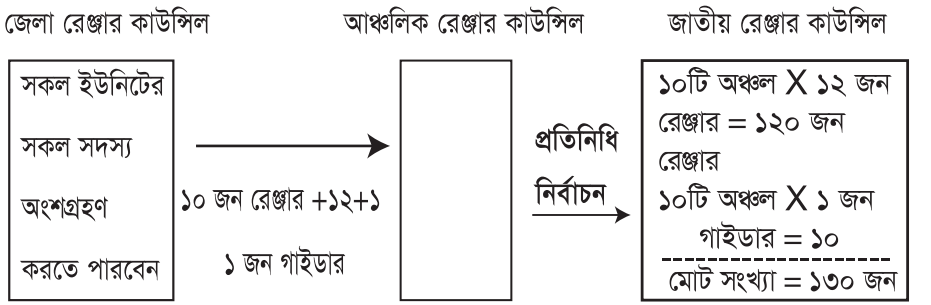

নির্বাচন ও কার্যনির্বাহী কমিটির বিন্যাশ (Election) ঃ

১. সভানেত্রী ১ জন + সেক্রেটারী ১ জন + ট্রেজারার ১ জন

মোট = ৩টি পোস্ট অবশ্যই রাজধানী থেকে হতে হবে।

২. প্রতি অঞ্চল হতে ২ জন সদস্য (১০টি অঞ্চল X ২ জন রেঞ্জার = ২০ জন)।

৩. সর্বমোট ২৩ জন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হবে।

৪. একজন রেঞ্জার গাইডার উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন।

৩৩. তহবিল (Fund) ঃ

যে কোন সুষ্ঠ কর্মসূচির জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। অর্থ ছাড়া কর্মসূচির কথা চিন্তা করা যায় না। গাইডিং এ যে সকল কর্মসূচি নেয়া হয় তার জন্যও অর্থের প্রয়োজন হয়। কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনার সময়ই বাজেট প্রণয়ন করে নিতে হয়। কোন তহবিল কিভাবে ব্যবহার হবে তার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

একটি নির্দিষ্ট খাতে বিভিন্নভাবে সংগৃহীত অর্থ জমা রাখলে তাকে তহবিল বলা হয়। গাইডিং এ বিভিন্ন খাতে তহবিল গঠন করা হয়। যেমনঃ ঝাঁক, পেট্রোল, ইউনিট তহবিল অথবা উপজেলা, জেলা বা আঞ্চলিক তহবিল। আবার একটি বিশেষ কর্মসূচির জন্যও তহবিল গঠন করা যায়। যেমনঃ ত্রাণ সংগ্রহ করে জেলায় জিনিসপত্র, খাবার দাবার বিক্রি করা ইত্যাদি।

তহবিল সংগ্রহ ঃ গাইড মেয়েরা কখনো রাস্তায় নেমে বা কারো কাছে টাকা চেয়ে তহবিল গঠন করতে পারে না। নির্দিষ্ট নীতির মাধ্যমে গাইড সদস্যরা তাদের তহবিল সংগ্রহ করে। তহবিল সংগ্রহ করতে হলে প্রথমেই যা খেয়াল করতে হবে তা হলো- এর উদ্দেশ্য, কৌশল, ব্যয়ের উপায় ইত্যাদি। ঝাঁক, পেট্রোল ও ইউনিটে মেয়েরা তাদের সাপ্তাহিক/মাসিক সভায় একটি সুনির্দিষ্ট রীতির মাধ্যমে তাদের দলের চাঁদা সংগ্রহ করে তহবিল গঠন করে। এর নাম "পেট্রোল ড্রিল"। এই তহবিল গাইডের ও পেট্রোলের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা হয়। সংগৃহীত অর্থ অবশ্যই হিসাব ও নিরীক্ষণের আওতায় আসবে।

৩৪. গাইড কার্যক্রম আপনাকে যেভাবে বিকশিত করবে (How Guiding can Enlighten You) ঃ

- বিশ্বের প্রাচীনতম ও সর্ববৃহৎ স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠনের সম্মানিত সদস্য হবেন।
- আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে ও আত্মসম্মান বৃদ্ধি পাবে।
- আপনার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।
- আপনার নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
- বাংলাদেশে মেয়েদের জীবনে পরিবর্তন আনতে সহায়তা করতে পারবেন।
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মেয়ে ও মহিলাদেরকে সহকর্মী হিসেবে পাবার আনন্দ অনুভূতি লাভ করবেন।
- ইতিবাচক দৃষ্টি সম্পন্ন সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকার ও কাজ করার আনন্দ পাবেন।
- দেশে বিদেশে সরকারী/বেসরকারী অন্যান্য সংগঠনের সাথে কাজ করার সুযোগ পাবেন।
- দেশে বিদেশে বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগদানের সুযোগ পাবেন।
- সামাজিক, নৈতিক ও শারীরিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে
- দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ বৃদ্ধি পাবে।
- দেশে বিদেশে নতুন বন্ধুত্ব হবে।
- বিশ্বব্যাপী সম্মিলিত উদ্দেশ্যে কাজ করার সুযোগ পাবেন।
- বিশ্ব গাইড কেন্দ্রেগুলোতে থাকার সুযোগ পাবেন।

৩৫. গার্ল গাইডিং যে সকল শিক্ষার সুযোগ দেয় (Learning from Guiding) ঃ

ক) ব্যক্তিত্ব ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশ লাভে সহায়তা করে।

খ) সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

গ) দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়ার শিক্ষা দেয়।

ঘ) সমাজে বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কাজ করার শিক্ষা দেয়।

ঙ) বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যুবসম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে সহায়তা করে।

চ) যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলা ও নেতৃত্ব দানে সহায়তা করে।

৩৬. গাইডের সদস্য কি করে হয় (How to be a Guide Member) ঃ

ছয় বছর বয়স হতে গাইডের সদস্য হওয়া যায় এবং এই সদস্যপদ জীবনব্যাপী ব্যাপৃত থাকে। হলদে পাখির জন্য রিক্রুট টেষ্ট ও নির্ধারিত সিলেবাসে উত্তীর্ণ হয়ে একটি মেয়ে গাইড পরিবারে সম্পৃক্ত হয়। ১০ বছরের উন্নিত হলে একজন সদস্যকে গাইডের মূল কোর্স "টেন্ডার ফুট" পাশ করে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয় এবং এর পরপরই সে গাইড সদস্য ব্যাজ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। ১৬ বছর বয়সের একজন গাইড মেয়ে টেন্ডারফুট কোর্সে উত্তীর্ণ হয়ে রেঞ্জার ইনভেস্টিচার কোর্স সম্পন্ন করে রেঞ্জার হয়। একজন গাইডকে গাইডের প্রতিজ্ঞা ও দশটি নিয়ম সব সময় মেনে চলতে হয়।

প্রতিজ্ঞা সৃষ্টিকর্তাকে কর্মের মাধ্যমে ভালোবাসতে এবং নিজ ধর্মকে একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করতে শেখায়। এই প্রতিজ্ঞা মানবতাবোধ ও স্বদেশ প্রীতি জাগ্রত করে।

এই শিক্ষা জীবনধারাকে পরিপূর্ণ করে এবং এই নীতিমালা অনুসরণ করলে দেশের একজন সুনাগরিক ও চারিত্রিক গুণাবলী বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হওয়া যায়। গাইডের কার্যক্রম একজনের অবসরকে সুন্দর ও স্বার্থকভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ প্রদান করে। এই শিক্ষা মেয়েদের দক্ষ ও স্বনির্ভর করে পরিবার তথা সমষ্টিকে সেবা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করে। সমষ্টি, জাতি, দেশ ছাড়িয়ে বৃহত্তর পরিসরের গাইড সদস্য সেবার হাত বাড়িয়ে দেয়।

৩৭. স্থানীয়/উপজেলা/জেলা এসোসিয়েশন সদস্য (Member Local / Upazilla, District Association) ঃ

গাইড মেয়েদের অভিভাবক, স্থানীয় আগ্রহী ও গাইডিং-এ উৎসাহী নারীদের নিয়ে গঠিত সদস্যদের সমিতিকে স্থানীয় এসোসিয়েশন বলে। স্থানীয় এসোসিয়েশনের সদস্যদের প্রতি স্থানীয় জনগণের আস্থা থাকবে। তাঁরা গাইডিং-এর প্রসার ও উন্নতিকল্পে বাইরের যাবতীয় কার্যকলাপে গাইডার ও জেলা কমিশনারদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন। যেমন ঃ তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে, ক্যাম্পের সময় যে কোন ধরনের কার্যক্রম সহযোগিতা, কোন প্রশিক্ষণের সময় বা কোন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ বিচারকের ভূমিকাও পালন করতে পারবেন।

শুধু মাত্র মহিলারাই স্থানীয় এসোসিয়েশন সদস্য হতে পারবেন। স্থানীয় এসোসিয়েশনের সদস্যগণ স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন। স্থানীয় সদস্যকে গাইডের "টেন্ডারফুট" কোর্স করে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়। জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, সাব কমিটি ও আঞ্চলিক কমিটির নির্বাচিত ও মনোনীত সকল সদস্যকে টেন্ডারফুট কোর্স করে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

৩৮. কে গাইড সদস্য হতে পারেন (Who can be a Guide Member) ঃ

স্বেচ্ছায় মেয়েদের সাথে কাজ করার আগ্রহ আছে এমন যে কোন উৎসাহী মেয়ে/নারী যিনি বাংলাদেশের নাগরিক।

খরচ ঃ শুরুতে ইউনিফর্ম তৈরীর খরচ। এরপর জেলা বা স্থানীয়/উপজেলা গাইড কমিটিতে সদস্য হয়ে নাম মাত্র মাসিক সদস্য ফি দিতে হবে।

মনে রাখবেন **"একবার গাইড - আজীবন গাইড"**। **(Once a Guide always a Guide)**

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

জাতীয় কার্যালয়, গাইড হাউজ, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা - ১০০০

ফোন : ৪৮৩১৫৫০১, ফ্যাক্স ঃ ৪৮৩১৫৫৯২, ই-মেইল : bgguidesho@gmail.com

Website: www.http://girlguides.portal.govt.bd, Facebook.com/BggaHQ

Creation & Printing : SP Enterprise, 01974-943779